ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রোগ্রাম-ফেজ II প্রজেক্ট (এনএটিপি-২) এগ্রিকালচারাল ইনোভেশন ফান্ড-২ (AIF-2) ম্যাচিং গ্রান্ট এর আওতায় প্রাণিসম্পদ বিষয়ভিত্তিক তিনটি ক্ষেত্রের জন্য সম্পূরক নির্দেশিকা।

১. পটভূমি :

এগ্রিকালচারাল ইনোভেশন ফান্ড (AIF) হচ্ছে NATP-2 প্রকল্পের কার্যক্রম সম্প্রসারিত করার কৌশলগুলির মধ্যে অন্যতম একটি স্তম্ভ। এই ফান্ড তিন প্রকার এবং এগুলো ৩টি ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হচ্ছে। AIF-2 হচ্ছে প্রযুক্তি হস্তান্তর ও আর্থ-সামাজিক আবস্থার উন্নয়নে CIG খামারীদের সরাসরি আর্থিক সহায়তা প্রদানের দ্বিতীয় ক্ষেত্র। এই সহায়তার মাধ্যমে CIG খামারীদের কৃষিজ পণ্যের মূল্য সংযোজন ও ব্যবসায়িক মডেলগুলো উন্নয়ন এবং উন্নত বাজার ব্যবস্থায় প্রবেশের সুযোগ সৃষ্টি হয়। এর পাশাপাশি গ্রামীণ উদ্যোক্তাদের কৃষিজ পণ্য বাণিজ্যিকীকরণে আরো উন্নত করার লক্ষ্যে CIG-দের মূলধন বৃদ্ধিতে AIF-2 থেকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়। PIU-DLS খামার যান্ত্রিকীকরণ এবং কৃষিজ পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণে ২০১৮-২০১৯ সাল থেকে উপ-প্রকল্পের মাধ্যমে CIG-দের AIF-2 থেকে ম্যাচিং গ্রান্ট হিসাবে আর্থিক সহায়তা প্রদানের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। তবে অদ্যাবধি প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে উপ-প্রকল্পে আর্থিক সহায়তা প্রদানের অগ্রগতি অনেক কম হয়েছে। প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে কম লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের বিষয়ে মাঠপর্যায়ে পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, খামারের বিভিন্ন সরঞ্জাম ও উপকরণের প্রতি CIG খামরীদের চাহিদা অনেক কম এবং এ সকল সরঞ্জাম ও উপকরণ ব্যবহারের ক্ষেত্রে সকল সদস্যের একই রকম প্রয়োজনীয়তা থাকে না। ফলে CIG খামারীগণ মূলত AIF-2 তহবিল থেকে আর্থিক সহায়তা নিতে কম উৎসাহীত হয়। এই কম উৎসাহীত হওয়ার সুনির্দিষ্ট কারণগুলো হলো - i). প্রাণিসম্পদ খামারীদের মধ্যে প্রায় ৯৩% CIG সদস্য ক্ষুদ্র খামারী এবং তাঁরা খামার সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতির প্রতি তেমন আগ্রহ দেখায় না। কেননা ক্ষুদ্র খামারীগণ তাঁদের খামারে খুব কম সংখ্যক পশু প্রতিপালন করে থাকে। ফলে এ ধরণের সরঞ্জাম ও উপকরণ তাঁদের খামারে খুব বেশি_অর্থনৈতিকভাবে কার্যোপযোগী হয় না। (ii). রোগ সংক্রমণের সম্ভাবনা থাকায় একই সরঞ্জাম ও উপকরণ একাধিক খামারে ব্যবহার করাও ঝুকিপূর্ণ। তাছাড়া বিভিন্ন খামারে একই যন্ত্রপাতি বা সরঞ্জাম একই সময়ে ব্যবহারের প্রয়োজন হওয়ায় এর ব্যবস্থাপনার বিষয়টিও একটি বড় চ্যালেঞ্জ। (iii). খামারের আকার ও প্রাণীর সংখ্যা অনুযায়ী উপকরণের ব্যবহার এক খামার থেকে অন্য খামারে ভিন্নতর। ফলে খামার যন্ত্রপাতি বা সরঞ্জামাদি ব্যবহারের সুবিধাও সকল খামারীদের জন্য একরকম হয় না। এ জন্য CIG সদস্যগণ খামার সরঞ্জাম ও উপকরণ সংগ্রহে তাঁদের সঞ্চয় থেকে সমানভাবে বিনিয়োগ করতে সম্মত হয় না। (iv). একই ধরণের সরঞ্জাম সকল সদস্যের সমানভাবে প্রয়োজন না হওয়ায় এবং বাজেটের সীমাবদ্ধতার কারণে প্রত্যেক সদস্যকে চাহিদা অনুযায়ী সরঞ্জামাদি সরবরাহ করাও সম্ভব হয় না। (V). এক খামার থেকে অন্য খামারে সরঞ্জামগুলো বাস্তবে বহন করাও সময় সাপেক্ষ এবং কঠিন, কারণ খামারগুলোর অবস্থান সর্বক্ষেত্রে কাছাকাছি নয়।

মাঠ পর্যায়ে অভিজ্ঞতার আলোকে AIF-2 উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নে সীমাবদ্ধতার বিষয়গুলো PIU-DLS কর্তৃক বিশ্ব ব্যাংক মিশন ও প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট, NATP-2 এর নিকট বিভিন্ন সময়ে উপস্থাপন করা হয়। উক্ত সীমাবদ্ধতাগুলো অতিক্রম করতে এবং উপযুক্ত বিকল্প পন্থা সন্ধান করতে প্রকল্প মূল্যায়ন দলিল (PAD), উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব (DPP) এবং AIF-2 বাস্তবায়নের নির্দেশিকা সম্মিলিতভাবে পর্যালোচনা করা হয়। প্রকল্প

মূল্যায়ন দলিল (PAD)-এ উল্লেখ রয়েছে যে, AIF-2 এর আওতায় আর্থিক সহায়তা প্রদানে NATP-2 প্রকল্পে গঠিত CIG-গুলোর কর্মদক্ষতা, সরকারীভাবে নিবন্ধিত (এই মানদন্ড বর্তমানে শিথিল করা হয়েছে) এবং তফশীলি ব্যাংকে CIG-এর জন্য পৃথক একটি হিসাব পরিচালনা ইত্যাদি মানদন্ড বিবেচনা করা হবে। প্রকল্পের মাধ্যমে উদ্ভাবিত প্রযুক্তি যা খামারীদের নিকট গ্রহণযোগ্য এবং মূল্য সাশ্রয়ী হবে এমন প্রযুক্তি বাস্তবায়নে CIG-দের নিজস্ব তহবিল (দলগত সঞ্চয়) বৃদ্ধিতে AIF-2 তহবিল থেকে ম্যাচিং গ্রান্ট হিসাবে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হবে, যা প্রকল্প সময়কালে একটি CIG-তে একবারই প্রদান করা যাবে। এটা প্রত্যাশিত যে AIF-2 ম্যাচিং গ্রান্ট এর আর্থিক সহায়তার মাধ্যমে কিছু সংখ্যক অনুদান গ্রহীতা CIG আর্থিক প্রতিষ্টান বা ব্যাংকের ক্লায়েন্ট/মক্কেল (ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা) হয়ে উঠবে। অন্যদিকে AIF-2 বাস্তবায়ন নির্দেশিকায় উল্লেখ রয়েছে যে, কিছু সম্ভাব্য ক্ষেত্রে ভাল CIG-দের AIF-2 এর অর্থিক অনুদানের জন্য বিবেচনা করা হবে, উদাহরণ হিসাবে যা বিদ্যমান AIF-2 বাস্তবায়ন নির্দেশিকা টেবিল-১ এ দেয়া আছে। তবে এই অনুদান শুধুমাত্র তালিকায় উল্লেখিত বিষয়গুলোর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, NATP-2 প্রকল্পের উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ও অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ সুযোগগুলোও CIG অন্বেষণ করতে পারবে। এ সকল ডকুমেন্ট ও মাঠের অভিজ্ঞতা পর্যালোচনা করে AIF-2 ম্যাচিং গ্রান্ট প্রদানের জন্য প্রাণিসম্পদ বিষয়ভিত্তিক কিছু ক্ষেত্র চিহ্নিত করা হয়। এ জন্য বিশ্বব্যাংকের বাস্তবায়ন সহায়তা মিশন (Implementation Support Mission-ISM) সদস্য এবং PMU, NATP-2 এর নিকট থেকে প্রাপ্ত মূল্যবান উপাত্যের ভিত্তিতে প্রাণিসম্পদ তিনটি বিষয়ভিত্তিক ক্ষেত্রের বাস্তবায়ন পদ্ধতি প্রস্তুত করা হয়। এ ক্ষেত্রগুলো বাস্তবায়ন করলে খামার কার্যক্রমে বাণ্যিজিকীকরণের সুযোগ আরো প্রশস্ত হবে যা প্রাণীর উন্নত জাত সম্প্রসারণ, উৎপাদনশীলতা ও আয় বৃদ্ধিতে CIG এর দলগত তহবিল সংগ্রহের সুযোগ বৃদ্ধি এবং পরিশেষে CIG খামারীদের গ্রামীণ সংগঠন হিসাবে টিকে থাকতে সহায়ক হবে। CIG সম্মিলিতভাবে ম্যাচিং গ্রান্ট এর আওতায় বিষয়ভিত্তিক ক্ষেত্রে ক্রয়কৃত সকল প্রাণীর মালিক হবেন। তাছাড়া CIG এর প্রত্যেক সদস্যও এ সকল প্রাণীর মালিক হবেন, কেননা বকনা/গরু/ছাগল ক্রয়ে তাঁদেরকে উপ-প্রকল্প বাজেটে সমানভাবে (৩০%) বিনিয়োগ করতে হয়। সুতরাং CIG পর্যায়ে উপ-প্রকল্পটি পরিচালনা করার জন্য সম্মিলিত এবং স্বতন্ত্র মালিকানা ব্যবস্থা উভয়ই বিরাজমান ও কার্যকর থাকবে। AIF-2 এর বিদ্যমান তহবিল ব্যবহারের জন্য এই বিষয়ভিত্তিক ক্ষেত্রগুলোর সাথে বিদ্যমান অন্যান্য সম্ভাব্য ক্ষেত্রগুলোও সমানভাবে বিবেচিত হবে।

২. AIF-২ ম্যাচিং গ্রান্ট এর আওতায় প্রাণিসম্পদ বিষয়ভিত্তিক তিনটি ক্ষেত্র :

১. প্রাণিসম্পদ বিষয়ভিত্তিক কার্যক্রম - ১ : দুগ্ধবতী গাভীর প্রাপ্যতা সম্প্রসারণে অধিক উৎপাদনশীল সংকর জাতের গর্ভবতী বকনা পালন ও বিপণন।

২. প্রাণিসম্পদ বিষয়ভিত্তিক কার্যক্রম - ২ : জৈব মাংস উৎপাদন ও CIG খামারীদের অধিক আয় উপার্জনে সমবায়ভিত্তিক ষাঁড় হৃষ্ট-পুষ্টকরণ ও বিপণন।

৩. প্রাণিসম্পদ বিষয়ভিত্তিক কার্যক্রম - ৩ : ছাগলের পরিকল্পিত বংশবিস্তারে উন্নত মানের/ খাঁটি জাতের পাঁঠার প্রাপ্যতা বৃদ্ধিতে ছাগল পালন ও সম্প্রসারণ।

৩. প্রাণিসম্পদ বিষয়ভিত্তিক তিনটি ক্ষেত্রের কার্যক্রম বাস্তবায়ন পদ্ধতি :

৩.১ প্রাণিসম্পদ বিষয়ভিত্তিক কার্যক্রম - ১ : দুগ্ধবতী গাভীর প্রাপ্যতা সম্প্রসারণে অধিক উৎপাদনশীল সংকর জাতের গর্ভবতী বকনা পালন ও বিপণন।

ভূমিকা :

গ্রাম অঞ্চলে অধিক দুগ্ধ উৎপাদন খামার গড়তে (বিনিয়োগের জন্য) উন্নত ব্যবস্থাপনা ও অধিক উৎপাদনশীল ভাল জাতের দুগ্ধবতী গাভীর প্রাপ্যতা অত্যন্ত অপ্রতুল। দুগ্ধবতী গাভী উৎপাদনে খামারীদের সবচেয়ে দুর্বল এবং অবহেলিত দিক হচ্ছে বকনা লালনপালন ব্যবস্থাপনায় সুষ্ঠু পরিচর্যার অভাব। তাই দুগ্ধ খামার ব্যবস্থাপনায় সুষ্ঠু পরিচর্যা অনুশীলনের মাধ্যমে উন্নত জাতের গর্ভবতী বকনা পালন করে সমস্যাটি কাটিয়ে উঠতে AIF-2 ম্যাচিং গ্রান্টের আওতায় CIG খামারীদের এ খাতে উপ-প্রকল্প গ্রহণে উৎসাহিত করা হচ্ছে। এতে করে খামারীদের অনেকগুলো বকনাকে একই সময়ে ডাকে এনে কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে প্রজননের ব্যবস্থাকরণ. সর্বোত্তম বয়সে প্রথম বাচ্চা উৎপাদন, দৈহিক ওজন বৃদ্ধি এবং দ্রুত প্রজননক্ষম বকনা উৎপাদনের মাধ্যমে স্বল্প সময়ের মধ্যে অধিক উৎপাদনশীল দুগ্ধবতী গাভী উৎপাদন করা সম্ভব হবে। এভাবে খামারীগণ স্বল্প সময়ে পর্যাপ্ত সংখ্যক অধিক উৎপাদনশীল সংকর জাতের দুগ্ধবতী গাভী পাবে এবং দুগ্ধ উৎপাদন পরিকল্পনায় উন্নত খামার ব্যবস্থাপনায় প্রবেশ করতে সহজ হবে।

উদ্দেশ্য :

প্রাণিসম্পদ বিষয়ভিত্তিক এই ক্ষেত্রের কার্যক্রম গ্রহণের সামগ্রিক উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রকল্প এলাকায় অধিক দুগ্ধ উৎপাদনক্ষম সংকর জাতের দুগ্ধবতী বকনার প্রাপ্যতা স্থানীয়ভাবে বৃদ্ধি করা এবং AIF-2 ম্যাচিং গ্রান্ট এর অর্থ ঘূর্ণায়নের মাধ্যমে CIG-এর নিজস্ব মূলধন বৃদ্ধি ও দেশে দুধ উৎপাদন বৃদ্ধি করা।

CIG নির্বাচিত হওয়ার যোগ্যতা ও প্রাক শর্তসমূহ :

এই বিষয়ভিত্তিক ক্ষেত্রে ম্যাচিং গ্রান্টের জন্য শুধুমাত্র গাভী পালন CIG বিবেচিত হবে। এই বিষয়ভিত্তিক কার্যক্রমের আওতায় CIG-কে উপ-প্রকল্পের মাধ্যমে ১৫-১৮ মাস বয়সী ৫-৮টি অধিক দুধ উৎপাদনে সক্ষম সংকর জাতের বকনা (এই সংখ্যা বকনা দাম ও উপ-প্রকল্পের অনুমোদিত বাজেট অনুযায়ী কম-বেশী হতে পারে) ক্রয়ে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হবে। নির্বাচিত CIG সদস্যকে ১(এক)টি করে বকনা বাণিজ্যিকভাবে লালনপালনের জন্য প্রদান করা হবে। এ জন্য উপ-প্রকল্প প্রস্তুতির আগেই CIG-কে সভা করে দলগতভাবে নির্বাচন করতে হবে কোন কোন সদস্যকে বকনা প্রদান করা হবে। নির্বচিত খামারী বকনাটি গর্ভধারণ করে বাছুর প্রসব করার ১৫-৩০ দিন পূর্ব অথবা বাছুর প্রসবের এক মাস পর পর্যন্ত লালনপালন করতে পারবে। এ সময়ের মধ্যে খামারী বকনার কৃত্রিম প্রজনন, লালনপালনের সকল প্রকার ব্যয় ও বিপণন ব্যয় (প্রয়োজন হলে) বহন করবে। তবে গাভীর মূল মালিকানা CIG এর নিকটই থেকে যাবে। গাভীটি বাছুর প্রসবের পর এক মাসের মধ্যে অথবা বাছুর প্রসবের ১৫-৩০ দিন পূর্বে CIG তা স্থানীয় বাজার মূল্যে বিক্রয় করবে। CIG এবং Non-CIG উভয় খামারীই বাজার মূল্যে এই গাভীটি ক্রয় করতে পারবে। গাভীটি বিক্রয়ের পর প্রাপ্ত লাভ (বিক্রয় মূল্য - ক্রয় মূল্য) তিন ভাগে ভাগ করা হবে। এই লভ্যাংশ/মুনাফা বিভাজনের অনুপাত হবে CIG ঃ বকনা প্রতিপালনকারী নির্বাচিত খামারী ঃ খামার পরিচর্যায় বিভিন্ন ব্যবস্থাপনার ব্যয় মিটানোর জন্য (নির্বাচিত খামারী এ সকল ব্যয় বহন করায় তিনি প্রাপ্য)। যা শতকরা হিসাবে যথাক্রমে ৩০% ঃ ৩০% ঃ ৪০% প্রযোজ্য হবে। অর্থাৎ মূলধন বিনিয়োগের জন্য CIG পাবে ৩০ শতাংশ, বকনা প্রতিপালনের

জন্য নির্বচিত খামারী পাবে ৩০ শতাংশ এবং পশুর খাদ্য, আবাসন, স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনাসহ খামার পরিচালনায় সকল প্রকার ব্যয় নির্বাহ বাবদ খামারী পাবে ৪০ শতাংশ। মূলধন বাড়াতে CIG এর লভ্যাংশ/মুনাফার অংশ এবং বকনার ক্রয় মূল্য CIG এর ব্যাংক হিসাবে জমা করতে হবে। CIG তহবিল বৃদ্ধির জন্য এই পদ্ধতিতে প্রতি ১৫-১৮ মাস পরপর এ বিষয়ভিত্তিক ক্ষেত্রের কার্যক্রম সম্প্রসাণের মাধ্যমে তহবিল ঘূর্ণায়মান হিসাবে চালু রাখবে। বকনা লালনপালনে খামারীদের দায়-দায়িত্ব ও লভ্যাংশ/মুনাফা ভাগ-বাটোয়ারা, বকনা লালনপালনে CIG ও খামারীর ভূমিকা ও দ্বায়িত্ব সম্পর্কে CIG ও নির্বাচিত খামারী এর মধ্যে বকনা বিতরনের পূর্বেই একটি চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করতে হবে (চুক্তিপত্রের নমুনা সংযুক্ত - ১)। এই চুক্তি পত্রে CIG এর নির্বাহী কমিটির পক্ষে সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক এবং বকনা প্রতিপালনকারী নির্বচিত খামারী স্বাক্ষর করবে। যদি সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক বকনা প্রতিপালনকারী খামারী হিসেবে নির্বাচিত হয়, সে ক্ষেত্রে CIG এর সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক যিনি বকনা প্রতিপালনকারী খামারী হিসাবে নির্বাচিত হবেন না তাঁকে CIG পক্ষে চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করতে হবে। যদি CIG সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক উভয়েই বকনা লালনপালনকারী খামারী হিসেবে নির্বাচিত হয়, সে ক্ষেত্রে CIG সভা করে CIG এর পক্ষে কোন সদস্য চুক্তি পত্রে স্বাক্ষর করবে তা নির্ধারণ করবে। সভার কার্যবিবরণী ও সিদ্ধান্তবলী অবশ্যই CIG সভার রেজিষ্টারে যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করতে হবে।

CIG খামারী নির্বাচন পদ্ধতি :

CIG সদস্যগণ গ্রুপ মিটিং এর মাধ্যমে সর্বসম্মতিক্রমে বকনা প্রতিপালনের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক আগ্রহী খামারী নির্বাচন করবে। যদি পরিকল্পিত বকনার সংখ্যার চেয়ে আগ্রহী খামারীর সংখ্যা বেশী হয়, সেক্ষেত্রে CIG সদস্যগণ লটারীর মাধ্যমে প্রয়োজনীয় সংখ্যক খামারী নির্বাচন করবে। খামারী বাছাই করার সময় গরু লালনপালনে খামারীর অতীত অভিজ্ঞতা, আর্থিক সচ্ছলতা, খামারের বিদ্যমান সুযোগ-সুবিধা, চুক্তি মেনে চলার বিষয়ে খামারীর সদিচ্ছা, চুক্তির শর্তাদি ইত্যাদি অবশ্যই বিবেচনা আনতে হবে। সভার কার্যবিবরণী ও সিদ্ধান্তবলী অবশ্যই CIG সভার রেজিষ্টারে যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করতে হবে। CIG-কে এ সকল কার্যক্রম উপ-প্রকল্প প্রস্তুতের পূর্বেই সম্পন্ন করতে হবে। CIG একই পদ্ধতি অনুসরণ করে তার তহবিল ঘূর্ণায়মান হিসাবে চালু রাখবে।

নির্বাচিত খামারীর দায়িত্ব :

নির্বাচিত খামারীকে অবশ্যই চুক্তিবদ্ধ সকল শর্ত যথাযথভাবে পালন করতে হবে। তাঁকে CIG কর্তৃক বকনা বিক্রয় করার পূর্ব পর্যন্ত বকনার (গর্ভ অথবা বাছুর প্রসব সকল অবস্থায়) উন্নত পরিচর্যার বিষয়টি নিশ্চিত করাসহ এতদসংক্রান্ত সকল প্রকার ব্যয় বহন করতে হবে। তাঁকে এই বকনার চিকিৎসা ব্যয়সহ এতদসংক্রান্ত সকল প্রকার পদক্ষেপ গ্রহন করতে হবে। নির্বাচিত খামারীকে প্রাণীর নিরাপত্তা সুরক্ষায় প্রয়োজনীয় সকল প্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। খামারী যদি বকনা লালনপালনে উন্নত ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি যথাযথভাবে প্রতিপালন করতে ব্যর্থ হয়, সে ক্ষেত্রে CIG যে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবে। খামারীকেও CIG এর উক্ত সিদ্ধান্ত অবশ্যই মেনে চলতে বাধ্য থাকতে হবে এবং CIG এর সিদ্ধান্ত ও দাবি অনুসারে যে কোন সময় বকনাটি (গর্ভ অথবা বাছুর প্রসব যে অবস্থাতেই হউক) CIG এর নিকট হস্তান্তর করতে বাধ্য থাকবে। যদি এ কাজে CIG এবং বকনা প্রতিপালনকারী খামারীর মধ্যে কোন প্রকার বিরোধ দেখা দেয় এবং নিজেরা পারস্পরিকভাবে কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে না পারে, সে ক্ষেত্রে তাঁরা ৩(তিন) দিনের মধ্যে বিষয়টি লিখিতভাবে উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তাকে জানাবে। উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা বিষয়টি অবহিত হওয়ার পর ৭(সাত) দিনের মধ্যে তদন্তপূর্বক তাঁর সিদ্ধান্ত জানাবে। CIG ও নির্বাচিত খামারী উভয়কেই উক্ত সিদ্ধান্ত

অবশ্যই মেনে চলতে হবে। নির্বাচিত খামারী এই বকনা অন্য কারো নিকট হস্তান্তর করতে পারবে না। উপরোন্ত এই বকনার স্বাস্থ্য সম্পর্কে তাঁকে নিয়মিতভাবে নির্বাহী কমিটিকে অবহিত করাসহ একটি রেজিষ্টারে সরবারহকৃত খাদ্য ও চিকিৎসা বিষয়ে সকল তথ্য সংরক্ষণ করতে হবে।

বকনার নির্দিষ্ট বর্ণনা (Specification) :

বকনা অবশ্যই স্বাস্থ্যবান, সুঠামো ও রোগমুক্ত হতে হবে। CIG-কে প্রয়োজনীয় সংখ্যক বকনা ক্রয় করার সময় এর জাত (সংকর জাত), বয়স (১৫-১৮ মাস), ওজন (১২০-১৫০ কেজি) ইত্যাদি বিবেচনা করে বকনার নির্দিষ্ট বর্ণনা (Specification) ঠিক করতে হবে। CIG-কে বকনা ক্রয়ের সময় প্রায় সমান আকার ও কম-বেশী একই মূল্য মানের প্রতি জোর দিতে হবে। ক্রয় কমিটি-কে বকনা সংগ্রহকালে বকনার নির্দিষ্ট বর্ণনা, মূল্য, লালনপালনকারীর নাম ও ঠিকানা, হস্তান্তরের তারিখ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্যাদি একটি রেজিষ্টারে লিপিবদ্ধ করতে হবে।

ক্রয় প্রক্রিয়া :

প্রতিযোগিতামূলক মূল্যে বকনা ক্রয়ে সহজ ক্রয় পদ্ধতি যেমন, কোটেশন/স্পট কোটেশন ক্রয় প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হবে। সংশ্লিষ্ট সরবরাহকারী বা ব্যবসায়ী বা ডিলার কোটেশন/স্পট কোটেশন জমা দেয়ার জন্য বিবেচিত হবেন।

ক্রয় কমিটি, গ্রহণ কমিটি, বিক্রয় কমিটি গঠন :

AIF-2 এর বিদ্যমান মূল নির্দেশিকা অনুসরণে CIG-কে পৃথক ভাবে ৫ (পাঁচ) সদস্যভূক্ত একটি ক্রয় কমিটি এবং ৩ (তিন) সদস্যভূক্ত একটি গ্রহণ কমিটি গঠন করতে হবে। ক্রয় কমিটি বিক্রয় কমিটি হিসাবেও কাজ করতে পারবে। তবে CIG প্রয়োজন মনে করলে বকনা (গর্ভ অথবা বাছুর প্রসব যে অবস্থাতেই হউক) বিক্রয়ের জন্য পৃথক একটি বিক্রয় কমিটিও গঠন করতে পারবে।

ক্রয় কমিটির দায়িত্ব :

ক্রয় কমিটি বকনার ন্যায্য মূল্য যাচাই এবং ক্রয় প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার জন্য কমপক্ষে ৩(তিন) জন সরবরাহকারী/ব্যবসায়ী/ডিলারের নিকট থেকে নির্দিষ্ট বর্ণনা (Specification) মোতাবেক বকনা বিক্রয়ে তাঁদের একক দর (মূল্য) ও বকনার সংখ্যা অনুযায়ী সর্বমোট মূল্য উল্লেখসহ যথানিয়মে কোটেশন/স্পট কোটেশন সংগ্রহ করবে। উক্ত কোটেশন/স্পট কোটেশন সংগ্রহ করার পর সরবরাহকারী/ব্যবসায়ী/ডিলার কর্তৃক উদ্ধৃত দর (মূল্য) যাচাইয়ের বিষয়ে CIG নির্বাহী কমিটি উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা-কে অবহিত করবে। উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা বাজার মূল্য যাচাইয়ের মাধ্যমে উক্ত কোটেশন/স্পট কোটেশনে উদ্ধৃত দর (মূল্য) যাচাই করে দেখবে। যদি উদ্ধৃত দর (মূল্য) বাজার দরের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়, তখন উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট CIG-কে তাদের ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার সম্মতি জানাবে। উদ্ধৃত দরে (মূল্যে) প্রযোজ্য ভ্যাট অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

গ্রহণ কমিটির দায়িত্ব :

বকনা ক্রয়ের পর তা গ্রহণের পূর্বে কোটেশন/স্পট কোটেশনে উল্লিখিত বকনার নির্দিষ্ট বর্ণনা (Specification) এর সাথে মিল আছে কিনা তা গ্রহন কমিটি যাচাই করে দেখবে। যাচাইয়ে তথ্য সঠিক পাওয়া গেলে ৩(তিন) সদস্যের গ্রহণ কমিটি তা গ্রহণ করবে। গ্রহণ কমিটি বকনা গ্রহণ করার দিনেই নির্বাচিত

খামারীদের নিকট সকল বকনা হস্তান্তর করবে। CIG নির্বাহী পরিষদ একটি পৃথক ষ্টক রেজিষ্টারে উপ-প্রকল্পে ক্রয়কৃত সকল বকনার মজুদ ছবিসহ যথাযথভাবে সংরক্ষণ করবে।

বকনা লালনপালন ব্যবস্থাপনা :

নির্বাচিত খামারীকে বকনা লালনপালনের প্রয়োজনীয় সকল প্রকার উন্নত ব্যবস্থাপনা যেমন- উন্নত বাসস্থান, সুষম খাদ্য সরবরাহ, নিয়মিত টিকা প্রদান, কৃমি মুক্তকরণ, কৃত্রিম প্রজনন, চিকিৎসায় প্রয়োজনীয় ঔষধ সরবরাহ ইত্যাদি অনুশীলনের বিষয় নিশ্চিত করতে হবে। বকনা লালনপালনের বিষয়ে নির্বাচিত খামারীকে সংশ্লিষ্ট উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর থেকে প্রয়োজনীয় প্রযুক্তিগত সম্প্রসারণ সহায়তা প্রদান করা হবে। বকনার হালনাগাদ অবস্থা সর্ম্পকে লালনপালনকারী খামারীকে সময় সময়ে CIG নির্বাহী কমিটিকে অবহিত করতে হবে। CIG নির্বাহী কমিটি সময় সময়ে লালনপালনকারী খামারীর সাথে একযোগে বকনার পরিচর্যা ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিগুলি পর্যবেক্ষন করবে এবং গাভী বিক্রয় কাল নির্ধারণ করবে।

বিল পরিশোধ :

CIG নির্বাহী পরিষদ বকনা ক্রয়ের পর প্রয়োজনীয় সকল কাগজপত্রসহ একটি বিল বিবরণী (Bill Statement) প্রস্তুত করে তা উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তার নিকট দাখিল করবে। উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা যাচাই বাছাই পূর্বক উক্ত বিল বিবরণীর ভিত্তিতে পরিচালক, পিআইইউ: ডিএলএস এর বরাবরে প্রয়োজনীয় অর্থ অবমুক্তির জন্য একটি অনুরোধ পত্র প্রেরণ করবেন। সেই পত্রে তাঁকে উল্লেখ করতে হবে যে, তিনি সরেজমিনে উপ-প্রকল্পটি পরিদর্শন করেছেন এবং CIG এর উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন পরিকল্পনা, AIF-2 এর মূল নির্দেশিকা এবং এ বিষয়ভিত্তিক কার্যক্রম গ্রহণের জন্য সম্পূরক নির্দেশিকা অনুসরণপূর্বক সকল বকনা সংগ্রহ ও তা নির্বাচিত লালনপালনকারী খামারীর নিকট হস্তান্তরের কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে।

উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তার উক্ত পত্রের প্রেক্ষিতে পিআইইউ: ডিএলএস থেকে উপজেলা ব্যাংক হিসাবে প্রয়োজনীয় অর্থ ছাড় করা হবে। উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা উক্ত অর্থ Account Payee চেকের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট CIG এর ব্যাংক হিসাবে হস্তান্তর করবে। তবে উক্ত অর্থ হস্তান্তরের পূর্বে তিনি নিশ্চিত হবেন যে, CIG কর্তৃক মোট মূল্যের (বিলের) ৩০% অর্থ সংশ্লিষ্ট সরবরাহকারীকে Account Payee চেকের মাধ্যমে পরিশোধ করা হয়েছে। উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তার নিকট থেকে CIG এর ব্যাংক হিসাবে অবশিষ্ট ৭০% অর্থ হস্তান্তর করার পর CIG উক্ত ৭০% অর্থ সংশ্লিষ্ট সরবরাহকারীকে Account Payee চেকের মাধ্যমে পরিশোধ করবে। সরবরাহকারীকে মোট বিলের সমুদয় অর্থ পরিশোধ করার পর CIG মূল বিল/ভাউচার উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তার নিকট দাখিল করবে। CIG এর নিকট মূল বিল/ভাউচার এর সত্যায়িত ফটোকপি সংরক্ষিত থাকবে।

বিক্রয় কমিটির দায়িত্ব :

CIG নির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক বিক্রয় কমিটি গর্ভবতী বকনা বা বাছুরসহ গাভীটি যাতে সর্বোচ্চ দামে বিক্রি করা যায় তার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। তবে CIG নির্বাহী কমিটি পশু বিক্রির সময়, স্থান, এবং বিক্রয় পদ্ধতি নির্ধারণ করবে। স্থানীয় বাজার দরে গর্ভবতী বকনা বা বাছুরসহ গাভীটি ক্রয়ে Non-CIG খামারী চেয়ে CIG খামারী অগ্রাধীকার পাবে।

লভ্যাংশ বন্টন :

গর্ভবতী বকনা/বাছুরসহ গাভী বিক্রির পর সমুদয় অর্থ প্রথমে CIG এর ব্যাংক হিসাবে একই দিনে জমা করতে হবে। যদি কোন কারণে একই দিনে ব্যাংকে অর্থ জমা করা সম্ভব না হয়, তবে পরবর্তী ব্যাংক খোলার প্রথম দিনেই তা জমা করতে হবে। গর্ভবতী বকনা/বাছুরসহ গাভী বিক্রয়ের পর প্রাপ্ত লভ্যাংশ/মুনাফা (বিক্রয় মূল্য - ক্রয় মূল্য) তিন ভাগে ভাগ করতে হবে। যার বিভাজন হবে মূলধন বিনিয়োগের জন্য CIG-এর একটি অংশ, বকনা প্রতিপালনের জন্য খামারীর একটি অংশ এবং বকনার খাদ্য, আবাসন, স্বাস্থ্য ইত্যাদি পরিচর্যায় সকল প্রকার ব্যয় মিটানোর জন্য (নির্বাচিত খামারী এ সকল ব্যয় বহন করবে) খামারীর আরো একটি অংশ। উক্ত লভ্যাংশ/মুনাফা (বিক্রয় মূল্য - ক্রয় মূল্য) বিভাজনের অনুপাত হবে CIG ঃ বকনা লালনপালনকারী খামারী ঃ বকনা পরিচর্যায় সকল প্রকার ব্যয় (যা বকনা প্রতিপালনকারী খামারী বহন করবে)। শতকরা হিসাবে উক্ত অনুপাত যথাক্রমে ৩০% ঃ ৩০% ঃ ৪০% প্রযোজ্য হবে। সে হিসাবে CIG পাবে ৩০% এবং বকনা প্রতিপালনকারী খামারী পাবে ৭০% (বকনা প্রতিপালনকারী খামারী হিসাবে ৩০% এবং বকনা পরিচর্যায় সকল প্রকার ব্যয় মিটানোর জন্য ৪০%)। গর্ভবতী বকনা/বাছুরসহ গাভী বিক্রির ৭ (সাত) দিনের মধ্যে CIG-কে ব্যাংক চেকের মাধ্যমে লালনপালনকারী খামারীর সমুদয় লভ্যাংশ/মুনাফা পরিশোধ করতে হবে।

বকনা হারিয়ে বা মারা গেলে করণীয় :

বকনা হারিয়ে গেলে বা মারা গেলে খামারীকে তাৎক্ষণিকভাবে ঘটনার বিষয়টি CIG-কে অবহিত করার পাশাপাশি স্থানীয় থানায় একটি জিডি (সাধারণ ডায়েরি) দায়ের করতে হবে। তিনি বিষয়টি অবিলম্বে উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তাকেও লিখিতভাবে অবহিত করবেন। উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর থেকেও বিষয়টি তদন্ত করে দেখতে হবে। একই সঙ্গে প্রকৃত ঘটনা জানার জন্য CIG-ও ৩(তিন) সদস্য বিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিটি গঠন করবে। উক্ত তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন এর প্রেক্ষিতে CIG তা পর্যালোচনা করে দায় নির্ধারণ করবে। তদন্ত কমিটির প্রতিবেদনে যদি বকনা লালনপালনকারী খামারীর কোন গাফিলতি প্রমান খুঁজে পাওয়া যায়, তাহলে CIG তাঁকে উপযুক্ত শাস্তি দিতে পারবে। তার পরেও যদি কোন বিরোধ দেখা দেয় তাহলে উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তার সিদ্ধান্তই চুড়ান্ত মর্মে গণ্য হবে। যদি কোন রোগের কারণে প্রাণীটির স্বাভাবিক/প্রাকৃতিক কারণে মৃত্যু ঘটে, সে ক্ষেত্রে পুলিশের নিকট অভিযোগ করার কোন প্রয়োজন নাই। তবে এ ক্ষেত্রে মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে ভেটেরিনারি সার্জন এর নিকট থেকে একটি প্রত্যয়ন সংগ্রহ করতে হবে।

বকনা ক্রয় করা থেকে বিক্রয় শেষে ঘূর্ণায়মান কার্যক্রম প্রসংগে :

এই ধরনের উপ-প্রকল্প কার্যক্রমের একটি চক্র সম্পূর্ণ করতে প্রায় দেড় বছর সময়ের প্রয়োজন হবে। উক্ত সময়ের পর CIG তার তহবিল বৃদ্ধি ও বিষয়ভিত্তিক এই কার্যক্রম সম্প্রসারণের জন্য উপরে বর্ণিত একই পদ্ধতিতে তা বার বার চক্রাকারে গ্রহণ করবে।

অপ্রত্যাশিত বাধ্যবাধকতা (Force Majeure) :

অপ্রত্যাশিত বাধ্যবাধকতা যেমন, পশুর রোগ প্রাদুর্ভাব, বন্যা, প্রাকৃতিক বিপদ ও দুর্যোগ ইত্যাদি ক্ষেত্রে CIG-কে তাৎক্ষনিকভাবে সভা করে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত নিতে হবে। এই সকল অপ্রত্যাশিত বাধ্যবাধকতায় উপ-প্রকল্পে আর্থিকভাবে যে ক্ষতি হয়েছে বা হবে তা CIG-এর সিদ্ধান্ত মোতবেক সকল সদস্যকে সমানভাবে ভাগা-ভাগি করে নিতে বাধ্য থাকবে।

৩.২ প্রাণিসম্পদ বিষয়ভিত্তিক কার্যক্রম - ২ : জৈব মাংস উৎপাদন ও CIG খামারীদের অধিক আয় উপার্জনে সমবায়ভিত্তিক ষাঁড় হৃষ্ট-পুষ্টকরণ ও বিপণন।

ভূমিকা :

বাংলাদেশে অনেক ক্ষুদ্র খামারী ষাঁড় হৃষ্ট-পুষ্ট করে ইতোমধ্যে লাভজনক ব্যবসায়ী হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। তবে খামারীগণ প্রায়শই, এমনকি ঈদ উৎসবেও (এ সময়ে হৃষ্ট-পুষ্ট গরুর অনেক চাহিদা থাকে) অসংগঠিত বিপণন ব্যবস্থার কারনে পশুর যথাযথ দাম/মূল্য পাচ্ছেন না। তাছাড়া খামারীদের কোন সমবায় বিপণন সংগঠন না থাকায় পণ্যের যথাযথ দাম পাওয়ার বিষয়ে তাঁরা জোরালোভাবে কোন ভূমিকাও রাখতে পারেন না। NATP-2 এর আওতায় CIG খামারীদের ক্ষেত্রেও একই অবস্থা বিদ্যমান রয়েছে। এই অবস্থায় সমাবায় বিপণন ব্যবস্থা খামারীদের হৃষ্ট-পুষ্ট গরুর যথাযথ দাম পেতে এবং সার্বাধিক মুনাফা অর্জণে অবদান রাখতে পারে। অন্যদিকে খামার গেটে হৃষ্ট-পুষ্ট গরুর উচ্চ মূল্য পেতে দর কষাকষিতে সমবায় বিপণন ব্যবস্থায় খামারীদের ক্ষমতাও বাড়িয়ে দেবে। এই বিষয়ভিত্তিক কার্যক্রমের আওতায় উপ-প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে CIG এর তহবিল প্রতি বছর যৌগিক হারে বৃদ্ধির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

উদ্দেশ্য:

প্রাণিসম্পদ বিষয়ভিত্তিক এ ক্ষেত্রের কার্যক্রম গ্রহণের সামগ্রিক উদ্দেশ্য হচ্ছে ১). জৈব মাংস উৎপাদন ও সমবায় বিপণনের মাধ্যমে খামারীদের সর্বাধিক মুনাফা অর্জণে অবদান রাখা এবং ২). AIF-2 ম্যাচিং গ্রান্ট এর অর্থ ঘূর্ণায়নের মাধ্যমে CIG-এর নিজস্ব মূলধন বৃদ্ধি করা।

CIG নির্বাচিত হওয়ার যোগ্যতা ও প্রাক শর্তসমূহ :

এই বিষয়ভিত্তিক ম্যাচিং গ্রান্টের জন্য শুধুমাত্র ষাঁড় হৃষ্ট-পুষ্টকরণ CIG বিবেচিত হবে। এই বিষয়ভিত্তিক কার্যক্রমের আওতায় CIG-কে উপ-প্রকল্পের মাধ্যমে ২৪ মাস বয়সী ৮-১০টি ষাঁড় (এই সংখ্যা ষাঁড় এর দাম ও উপ-প্রকল্পের অনুমোদিত বাজেট অনুযায়ী কম-বেশী হতে পারে) ক্রয়ে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা যাবে। নির্বাচিত CIG খামারীকে বাণিজ্যিকভাবে লালনপালনের জন্য ষাঁড় সরবরাহ করা হবে। এ জন্য উপ-প্রকল্প প্রস্তুতের আগেই CIG-কে সভা করে ষাঁড় লালনপালনের প্রয়োজনীয় সংখ্যাক খামাারী নির্বাচন করতে হবে। নির্বচিত খামারী ষাঁড় হৃষ্ট-পুষ্ট করার জন্য ৪-৬ মাস পর্যন্ত লালনপালন করতে পারবে। তবে ষাঁড় এর মূল মালিকানা CIG-এর নিকটই থাকবে। ষাঁড় লালনপালনকারী খামারী গ্রহণকৃত ষাঁড়ের খাদ্য, টিকা, কৃমি মুক্তকরণ, গরুর ঘর, চিকিৎসা এবং পরিচর্যার অন্যান্য সকল প্রকার ব্যয় ও বিপণন ব্যয় (প্রয়োজন হলে) বহন করবে। চুক্তিমত ষাঁড় ৪-৬ মাস পর্যন্ত লালনপালন করার পর CIG তা বাজারদরে বিক্রয় করবে। ষাঁড়টি বিক্রয়ের পর প্রাপ্ত লাভ তিন ভাগে ভাগ করা হবে। উক্ত বিভাজনে মূলধন বিনিয়োগের জন্য CIG একটি অংশ, ষাঁড় প্রতিপালনের জন্য নির্বচিত খামারী একটি অংশ এবং পশুর খাদ্য, আবাসন, স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনাসহ খামার পরিচালনায় সকল প্রকার ব্যয় নির্বাহে খামারী আরো একটি অংশ প্রাপ্য হবে। আর লভ্যাংশ/মুনাফা (বিক্রয় মূল্য - ক্রয় মূল্য) বিভাজনের অনুপাত হবে CIG ঃ ষাঁড় প্রতিপালনকারী নির্বাচিত খামারী ঃ খামার পরিচর্যায় বিভিন্ন ব্যবস্থাপনার ব্যয় মিটানোর জন্য (নির্বাচিত খামারী এ সকল ব্যয় বহন করায় তিনি প্রাপ্য)। এই অনুপাত অনুযায়ী শতকরা হিসাবে লভ্যাংশ/মুনাফার হার যথাক্রমে ৩০% ঃ ৩০% ঃ ৪০% প্রযোজ্য হবে। মূলধন বাড়াতে CIG এর লভ্যাংশ/মুনাফার অংশ এবং ষাঁড় এর ক্রয় মূল্য CIG এর ব্যাংক হিসাবে জমা

করতে হবে। CIG তহবিল বৃদ্ধির জন্য এই পদ্ধতিতে প্রতি ৪-৬ মাস পরপর এই বিষয়ভিত্তিক ক্ষেত্রের কার্যক্রম সম্প্রসাণের মাধ্যমে তহবিল ঘূর্ণায়মান হিসাবে চালু রাখবে। ষাঁড় লালনপালনে খামারীদের দায়-দায়িত্ব ও লভ্যাংশ/মুনাফা ভাগ-বাটোয়ারা, ষাঁড় লালনপালনে CIG ও খামারীর ভূমিকা ও দ্বায়িত্ব সম্পর্কে CIG ও নির্বাচিত খামারী এর মধ্যে ষাঁড় বিতরনের পূর্বেই একটি চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করতে হবে (চুক্তিপত্রের নমুনা সংযুক্ত - ২)। এই চুক্তি পত্রে CIG এর নির্বাহী কমিটির পক্ষে সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক এবং ষাঁড় লালনপালনকারী খামারী স্বাক্ষর করবেন। যদি সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক বকনা লালনপালনকারী খামারী হিসেবে নির্বাচিত হন, সে ক্ষেত্রে CIG এর সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক যিনি বকনা লালনপালনকারী খামারী হিসাবে নির্বাচিত হবেন না তিনি CIG পক্ষে চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করবেন। যদি CIG সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক উভয়েই ষাঁড় লালনপালনকারী খামারী হিসেবে নির্বাচিত হন, সে ক্ষেত্রে CIG সভা করে CIG এর পক্ষে কোন সদস্য চুক্তি পত্রে স্বাক্ষর করবেন তা নির্ধারণ করবে। সভার সকল প্রকার কার্যবিবরণী ও সিদ্ধান্তবলী অবশ্যই CIG সভার কার্যবিবরণী রেজিষ্টারে যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করতে হবে। সমবায় বিপনন ব্যবস্থা খামারীদের মধ্যে হৃষ্টপুষ্ট গরুর দর কষাকষির ক্ষমতা বাড়িয়ে তুলবে। তদুপরি উচ্চ মূল্য পাওয়ার সুযোগ তৈরি হবে, ভালমানে হৃষ্ট-পুষ্ট গরু (জৈব মাংস) কেনার জন্য এই অঞ্চলে অনেক ক্রেতার সমাগম হবে।

CIG খামারী নির্বাচন পদ্ধতি :

CIG সদস্যগণ গ্রুপ মিটিং এর মাধ্যমে সর্বসম্মতিক্রমে ষাঁড় প্রতিপালনের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক আগ্রহী খামারী নির্বাচন করবে। যদি পরিকল্পিত ষাঁড়ের সংখ্যার চেয়ে আগ্রহী খামারীর সংখ্যা বেশী হয়, সেক্ষেত্রে CIG সদস্যগণ লটারীর মাধ্যমে প্রয়োজনীয় সংখ্যক খামারী নির্বাচন করবে। খামারী বাছাই করার সময় ষাঁড় লালনপালনে খামারীর অতীত অভিজ্ঞতা, খামারের বিদ্যমান সুযোগ-সুবিধা, চুক্তি মেনে চলার বিষয়ে খামারীর সদিচ্ছা, চুক্তির শর্তাদি ইত্যাদি অবশ্যই বিবেচনা আনতে হবে। সভার কার্যবিবরণী ও সিদ্ধান্তবলী অবশ্যই CIG সভার রেজিষ্টারে যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করতে হবে। CIG-কে এ সকল কার্যক্রম উপ-প্রকল্প প্রস্তুতের পূর্বেই সম্পন্ন করতে হবে। CIG একই পদ্ধতি অনুসরণ করে দলী তহবিল ঘূর্ণায়মান হিসাবে চালু রাখবে।

নির্বাচিত খামারীর দায়িত্ব :

নির্বাচিত খামারীকে অবশ্যই চুক্তিবদ্ধ সকল শর্ত যথাযথভাবে পালন করতে হবে। তাঁকে CIG কর্তৃক ষাঁড় বিক্রয় করার পূর্ব পর্যন্ত তার উন্নত পরিচর্যার বিষয়টি নিশ্চিত করাসহ এতদসংক্রান্ত সকল প্রকার ব্যয় বহন করতে হবে। তাঁকে ষাঁড়ের চিকিৎসা ব্যয়সহ এতদসংক্রান্ত সকল প্রকার পদক্ষেপ গ্রহন করতে হবে। নির্বাচিত খামারীকে প্রাণীর নিরাপত্তা সুরক্ষায় প্রয়োজনীয় সকল প্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। খামারী যদি ষাঁড় লালনপালনে উন্নত ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি যথাযথভাবে প্রতিপালন করতে ব্যর্থ হয়, সে ক্ষেত্রে CIG যে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবে। খামারীকেও CIG এর উক্ত সিদ্ধান্ত অবশ্যই মেনে চলতে বাধ্য থাকতে হবে এবং CIG এর সিদ্ধান্ত ও দাবি অনুসারে যে কোন সময় ষাঁড়টি CIG এর নিকট হস্তান্তর করতে বাধ্য থাকবে। যদি এ কাজে CIG এবং ষাঁড় প্রতিপালনকারী খামারীর মধ্যে কোন প্রকার বিরোধ দেখা দেয় এবং নিজেরা পারস্পরিকভাবে কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে না পারে, সে ক্ষেত্রে তাঁরা ৩(তিন) দিনের মধ্যে বিষয়টি লিখিতভাবে উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তাকে জানাবে। উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা বিষয়টি অবহিত হওয়ার পর ৭(সাত) দিনের মধ্যে তদন্তপূর্বক তাঁর সিদ্ধান্ত জানাবে। CIG ও নির্বাচিত খামারী উভয়কেই উক্ত সিদ্ধান্ত অবশ্যই মেনে চলতে হবে। নির্বাচিত খামারী এই ষাঁড় অন্য কারো নিকট হস্তান্তর করতে পারবে না। উপরোন্ত

এই ষাঁড়ের স্বাস্থ্য সম্পর্কে তাঁকে নিয়মিতভাবে CIG নির্বাহী কমিটিকে অবহিত করাসহ একটি রেজিষ্টারে সরবারহকৃত খাদ্য ও চিকিৎসা বিষয়ে সকল তথ্য সংরক্ষণ করতে হবে।

ষাঁড় এর নির্দিষ্ট বর্ণনা (Specification) :

ষাঁড় অবশ্যই স্বাস্থ্যবান, সুঠামো ও রোগমুক্ত হতে হবে। CIG-কে প্রয়োজনীয় সংখ্যক ষাঁড় ক্রয়ে তার জাত (সংকর/উন্নত দেশীয় জাত) ও বয়স (২৪ মাস) ওজন (১৫০-১৮০ কেজি) ইত্যাদি বিবেচনা করে ষাঁড় এর নির্দিষ্ট বর্ণনা (Specification) ঠিক করতে হবে। CIG-কে ষাঁড় ক্রয়ের সময় প্রায় সমান আকার ও কম-বেশি একই মূল্য মানের প্রতি জোর দিতে হবে। ক্রয় কমিটি ষাঁড় সংগ্রহকালে প্রাণীর নির্দিষ্ট বর্ণনা, মূল্য, লালনপালনকারীর নাম ও ঠিকানা, হস্তান্তরের তারিখ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্যাদি একটি রেজিষ্টারে লিপিবদ্ধ করে সংরক্ষণ করতে হবে।

ক্রয় প্রক্রিয়া :

প্রতিযোগিতামূলক মূল্যে ষাঁড় ক্রয়ে সহজ ক্রয় পদ্ধতি যেমন, কোটেশন/স্পট কোটেশন ক্রয় প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হবে। সংশ্লিষ্ট সরবরাহকারী বা ব্যবসায়ী বা ডিলার কোটেশন/স্পট কোটেশন জমা দেয়ার জন্য বিবেচিত হবেন।

ক্রয় কমিটি, গ্রহণ কমিটি এবং বিক্রয় কমিটি গঠন :

AIF-2 এর বিদ্যমান মূল নির্দেশিকা অনুসরণ করে CIG-কে পৃথক ভাবে ৫ (পাঁচ) সদস্যভূক্ত একটি ক্রয় কমিটি এবং ৩ (তিন) সদস্যভূক্ত একটি গ্রহণ কমিটি গঠন করতে হবে। ক্রয় কমিটি বিক্রয় কমিটি হিসাবেও কাজ করতে পারবে। তবে CIG প্রয়োজন মনে করলে ষাঁড় বিক্রয়ের জন্য পৃথকভাবে বিক্রয় কমিটি গঠন করতে পারবে।

ক্রয় কমিটির দায়িত্ব :

ক্রয় কমিটি ষাঁড়ের ন্যায্য মূল্য যাচাই এবং ক্রয় প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার জন্য কমপক্ষে ৩(তিন) জন সরবরাহকারী/ব্যবসায়ী/ডিলারের নিকট থেকে নির্দিষ্ট বর্ণনা (Specification) মোতাবেক ষাঁড় বিক্রয়ে তাঁদের একক দর (মূল্য) ও ষাঁড়ের সংখ্যা অনুযায়ী সর্বমোট মূল্য উল্লেখসহ যথানিয়মে কোটেশন/স্পট কোটেশন সংগ্রহ করবে। উক্ত কোটেশন/স্পট কোটেশন সংগ্রহ করার পর সরবরাহকারী/ব্যবসায়ী/ডিলার কর্তৃক উদ্ধৃত দর (মূল্য) যাচাইয়ের বিষয়ে CIG নির্বাহী কমিটি উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা-কে অবহিত করবে। উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা বাজার মূল্য যাচাইয়ের মাধ্যমে উক্ত কোটেশন/স্পট কোটেশনে উদ্ধৃত দর (মূল্য) যাচাই করে দেখবে। যদি উদ্ধৃত দর (মূল্য) বাজার দরের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়, তখন উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট CIG-কে তাদের ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্য জানাবে। উদ্ধৃত দরে (মূল্যে) প্রযোজ্য ভ্যাট অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

গ্রহণ কমিটির দায়িত্ব :

ষাঁড় ক্রয়ের পর তা গ্রহণের পূর্বে কোটেশন/স্পট কোটেশনে উল্লিখিত ষাঁড় এর নির্দিষ্ট বর্ণনা (Specification) এর সাথে মিল আছে কিনা তা গ্রহন কমিটি যাচাই করে দেখবে। যাচাইয়ে তথ্য সঠিক পাওয়া গেলে ৩(তিন) সদস্যের গ্রহণ কমিটি তা গ্রহণ করবে। CIG সভা করে নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক

সমঝোতার মাধ্যমে ষাঁড় লালনপালনের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক খামারী নির্বাচন করবে। এ কার্যক্রমে CIG প্রয়োজন বোধে লটারির মাধ্যমেও খামারী নির্বাচন করতে পারবে। গ্রহণ কমিটি ষাঁড় গ্রহণ করার দিনেই নির্বাচিত খামারীদের নিকট সকল ষাঁড় হস্তান্তর করবে। CIG একটি পৃথক ষ্টক রেজিষ্টারে উপ-প্রকল্পে ক্রয়কৃত সকল ষাঁড়ের মজুদ যথাযথভাবে সংরক্ষণ করবে।

বিক্রয় কমিটির দায়িত্ব :

CIG নির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক বিক্রয় কমিটি হৃষ্ট-পুষ্টকৃত ষাঁড়টি যাতে সর্বোচ্চ দামে বিক্রি করা যায় তার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। তবে CIG নির্বাহী কমিটি পশু বিক্রির সময়, স্থান, এবং বিক্রয় পদ্ধতি নির্ধারণ করবে। স্থানীয় বাজার দরে হৃষ্ট-পুষ্টকৃত ষাঁড়টি ক্রয়ে Non-CIG খামারী চেয়ে CIG খামারী অগ্রাধিকার পাবে।

ষাঁড় গরুর পালন ব্যবস্থাপনা :

নির্বাচিত খামারী ষাঁড় হৃষ্ট-পুষ্টকরার প্রয়োজনীয় সকল প্রকার উন্নত ব্যবস্থাপনা যেমন- উন্নত বাসস্থান, সুষম খাদ্য সরবরাহ, নিয়মিত টিকা প্রদান, কৃমিমুক্তকরণ, চিকিৎসায় প্রয়োজনীয় ঔষধ সরবরাহ ইত্যাদি অনুশীলনের বিষয় নিশ্চিত করবে। ষাঁড় হৃষ্ট-পুষ্টকরণে নির্বাচিত খামারীকে সংশ্লিষ্ট উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর থেকে প্রয়োজনীয় প্রযুক্তিগত সম্প্রসারণ সহায়তা প্রদান করা হবে। লালনপালনকারী খামারীকে সময় সময়ে ষাঁড় এর হালনাগাদ অবস্থা সর্ম্পকে CIG নির্বাহী কমিটিকে অবহিত করতে হবে। CIG নির্বাহী কমিটি সময় সময়ে লালনপালনকারী খামারীর সাথে একযোগে ষাঁড় গরুর পরিচর্যা ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিগুলি পর্যবেক্ষন করবে এবং হৃষ্ট-পুষ্ট ষাঁড় এর বিক্রয়কাল নির্ধারণ করবে।

বিল পরিশোধ :

CIG নির্বাহী পরিষদ বকনা ক্রয়ের পর প্রয়োজনীয় সকল কাগজপত্রসহ একটি বিল বিবরণী (Bill Statement) প্রস্তুত করে তা উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তার নিকট দাখিল করবে। উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা যাচাই বাছাই পূর্বক উক্ত বিল বিবরণীর ভিত্তিতে পরিচালক, পিআইইউ: ডিএলএস এর বরাবরে প্রয়োজনীয় অর্থ অবমুক্তির জন্য একটি অনুরোধ পত্র প্রেরণ করবেন। সেই পত্রে তাঁকে উল্লেখ করতে হবে যে, তিনি সরেজমিনে উপ-প্রকল্পটি পরিদর্শন করেছেন এবং CIG এর উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন পরিকল্পনা, AIF-2 এর মূল নির্দেশিকা এবং এ বিষয়ভিত্তিক কার্যক্রম গ্রহণের জন্য সম্পূরক নির্দেশিকা অনুসরণপূর্বক সকল ষাঁড় সংগ্রহ ও তা লালনপালনকারী খামারীর নিকট হস্তান্তরের কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে।

উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তার উক্ত পত্রের প্রেক্ষিতে পিআইইউ: ডিএলএস থেকে উপজেলা ব্যাংক হিসাবে প্রয়োজনীয় অর্থ ছাড় করা হবে। উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা উক্ত অর্থ Account Payee চেকের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট CIG এর ব্যাংক হিসাবে হস্তান্তর করবেন। তবে উক্ত অর্থ হস্তান্তরের পূর্বে তিনি নিশ্চিত হবেন যে, CIG কর্তৃক মোট মূল্যের (বিলের) ৩০% অর্থ সংশ্লিষ্ট সরবরাহকারীকে Account Payee চেকের মাধ্যমে পরিশোধ করা হয়েছে। উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা নিকট থেকে CIG এর ব্যাংক হিসাবে অবশিষ্ট ৭০% অর্থ হস্তান্তর করার পর CIG উক্ত ৭০% অর্থ সংশ্লিষ্ট সরবরাহকারীকে Account Payee চেকের মাধ্যমে পরিশোধ করবে। সরবরাহকারীকে মোট বিলের সমুদয় অর্থ পরিশোধের পর CIG মূল বিল/ভাউচার উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তার নিকট দাখিল করবে। CIG এর নিকট মূল বিল/ভাউচার এর সত্যায়িত ফটোকপি সংরক্ষিত থাকবে।

লভ্যাংশ বন্টন:

হৃষ্ট-পুষ্টকৃত ষাঁড় বিক্রির পর সমুদয় অর্থ প্রথমে CIG এর ব্যাংক হিসাবে একই দিনে জমা করতে হবে। যদি কোন কারণে একই দিনে ব্যাংকে অর্থ জমা করা সম্ভব না হয়, তবে পরবর্তী ব্যাংক খোলার প্রথম দিনেই তা জমা করতে হবে। ষাঁড় বিক্রয়ের পর প্রাপ্ত লভ্যাংশ/মুনাফা (বিক্রয় মূল্য - ক্রয় মূল্য) তিন ভাগে ভাগ করতে হবে। যার বিভাজন হবে মূলধন বিনিয়োগের জন্য CIG-এর একটি অংশ, ষাঁড় প্রতিপালনের জন্য খামারীর একটি অংশ এবং ষাঁড়ের খাদ্য, আবাসন, স্বাস্থ্য ইত্যাদি পরিচর্যায় সকল প্রকার ব্যয় মিটানোর জন্য (নির্বাচিত খামারী এ সকল ব্যয় বহন করবে) খামারীর আরো একটি অংশ। উক্ত লভ্যাংশ/মুনাফা (বিক্রয় মূল্য - ক্রয় মূল্য) বিভাজনের অনুপাত হবে CIG ঃ ষাঁড় লালনপালনকারী খামারী ঃ ষাঁড় পরিচর্যায় সকল প্রকার ব্যয় (যা ষাঁড় প্রতিপালনকারী খামারী বহন করবে)। শতকরা হিসাবে উক্ত অনুপাত যথাক্রমে ৩০% ঃ ৩০% ঃ ৪০% প্রযোজ্য হবে। সে হিসাবে CIG পাবে ৩০% এবং ষাঁড় প্রতিপালনবারী খামারী পাবে ৭০% (ষাঁড় প্রতিপালনকারী খামারী হিসাবে ৩০% এবং ষাঁড় পরিচর্যায় সকল প্রকার ব্যয় মিটানোর জন্য ৪০%)। হৃষ্ট-পুষ্টকৃত ষাঁড় বিক্রির ৭ (সাত) দিনের মধ্যে CIG-কে ব্যাংক চেকের মাধ্যমে লালনপালনকারী খামারীর সমূদয় লভ্যাংশ/মুনাফা পরিশোধ করতে হবে।

ষাঁড় গরু হারিয়ে বা মারা গেলে করণীয় :

ষাঁড় গরু হারিয়ে গেলে বা মারা গেলে খামারীকে তাৎক্ষণিকভাবে ঘটনার বিষয়টি CIG-কে অবহিত করার পাশাপাশি স্থানীয় থানায় একটি জিডি (সাধারণ ডায়েরি) দায়ের করতে হবে। তিনি বিষয়টি অবিলম্বে উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তাকেও লিখিতভাবে অবহিত করবেন। উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর থেকেও বিষয়টি তদন্ত করে দেখতে হবে। একই সঙ্গে প্রকৃত ঘটনা জানার জন্য CIG-ও ৩(তিন) সদস্য বিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিটি গঠন করবে। উক্ত তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন এর প্রেক্ষিতে CIG তা পর্যালোচনা করে দায় নির্ধারণ করবে। তদন্ত কমিটির প্রতিবেদনে যদি লালনপালনকারী খামারীর কোন গাফিলতি প্রমান খুঁজে পাওয়া যায়, তাহলে CIG তাঁকে উপযুক্ত শাস্তি দিতে পারবে। তার পরেও যদি কোন বিরোধ দেখা দেয় তাহলে উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তার সিদ্ধান্তই চুড়ান্ত মর্মে গণ্য হবে। যদি কোন রোগের কারণে প্রাণীটির স্বাভাবিক/প্রাকৃতিক কারণে মৃত্যু ঘটে, সে ক্ষেত্রে পুলিশের নিকট অভিযোগ করার কোন প্রয়োজন নাই। তবে এ ক্ষেত্রে মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে ভেটেরিনারি সার্জন এর নিকট থেকে একটি প্রত্যয়ন সংগ্রহ করতে হবে।

ষাড় গরু ক্রয় থেকে বিক্রয় শেষে ঘূর্ণায়মান কার্যক্রম প্রসংগে :

এই ধরনের উপ-প্রকল্প কার্যক্রমের একটি চক্র সম্পূর্ণ করতে প্রায় ছয় মাস প্রয়োজন হবে। উক্ত সময়ের পর CIG তার তহবিল বৃদ্ধি ও বিষয়ভিত্তিক এই কার্যক্রম সম্প্রসারণের জন্য উপরে বর্ণিত একই পদ্ধতিতে তা বার বার চক্রাকারে গ্রহণ করবে।

অপ্রতাশিত বাধ্যবাধকতা (Force Majeure) :

অপ্রত্যাশিত বাধ্যবাধকতা যেমন, পশুর রোগ প্রাদুর্ভাব, বন্যা, প্রাকৃতিক বিপদ ও দুর্যোগ ইত্যাদি ক্ষেত্রে CIG-কে তাৎক্ষনিকভাবে সভা করে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত নিতে হবে। এই সকল অপ্রত্যাশিত বাধ্যবাধকতায় উপ-প্রকল্পে আর্থিকভাবে যে ক্ষতি হয়েছে বা হবে তা CIG এর সিদ্ধান্ত মোতবেক সকল সদস্যকে সমানভাবে ভাগা-ভাগি করে নিতে বাধ্য থাকবে।

৩.৩ প্রাণিসম্পদ বিষয়ভিত্তিক কার্যক্রম - ৩ : ছাগলের পরিকল্পিত বংশবিস্তারে উন্নত মানের/ খাঁটি জাতের পাঁঠার প্রাপ্যতা বৃদ্ধিতে ছাগল পালন ও সম্প্রসারণ।

ভূমিকা :

দেশে ভালো মানের প্রজননক্ষম পাঁঠার স্বল্পতার কারণে মাঠ পর্যায়ে বিভিন্ন মানের পাঁঠা দিয়ে নির্বিচারে প্রজনন কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে যা একটি বড় উদ্বেগের বিষয়। এ কারণে ছাগলের মাংস ও চামড়ার বংশনাগতির গুণগত মান ক্রমশ ক্ষয় হচ্ছে। দেশী ছাগলের বংশনাগতির উন্নতি সাধনে পরিকল্পিত রেকর্ড সংরক্ষণ ও উচ্চমানসম্পন্ন জিনেটিক মেধা বাছাইয়ে যে সীমিত প্রচেষ্টা রয়েছে, তা ছাগলের সংখ্যানুপাতে পরিকল্পিত ছাগল প্রজননের জন্য ব্যবহৃত হতে পারে। জিনগত অবিচ্ছিন্ন উন্নতি ছাগলের উৎপাদনশীলতা আরো বৃদ্ধি করে দেবে। তাই ছাগল প্রজনন কর্মসূচিতে ভালো মানের প্রজননক্ষম পাঁঠা উৎপাদনে ছাগল পালন CIG খামারীদের আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হবে। এই কর্মসূচিতে বৈজ্ঞানিক উপায়ে উচ্চমানসম্পন্ন পাঁঠা নির্বাচনের জন্য CIG দলগতভাবে পাঁঠার কর্মক্ষমতার তথ্য সংগ্রহ করবে। তাহলে নিম্ন মানের পাঁঠা দিয়ে নির্বিচারে প্রজনন কার্যক্রম থেকে ছাগলের বংশ বিস্তারের বিষয়টি সুরক্ষা ও উন্নত মানের পাঁঠার সংরক্ষণ নিশ্চিত হবে।

উদ্দেশ্য :

ছাগল প্রজননে উচ্চমানসম্পন্ন জিনগত বৈশিষ্ট্যের পাঁঠার প্রাপ্যতা বৃদ্ধি করা এবং AIF-2 ম্যাচিং গ্রান্ট এর অর্থ ঘূর্ণায়মানের মাধ্যমে CIG-এর নিজস্ব মূলধন বৃদ্ধি করা।

CIG নির্বাচিত হওয়ার যোগ্যতা ও প্রাক শর্তসমূহ :

বিষয়ভিত্তিক এই ক্ষেত্রে AIF-2 ম্যাচিং গ্রান্টের জন্য শুধুমাত্র ছাগল পালন CIG বিবেচিত হবে। এই বিষয়ভিত্তিক কার্যক্রমে CIG এর প্রতিজন সদস্যর জন্য ২(দুই)টি করে ছাগী ও এক/দুই জন নির্বচিত সদস্যের জন্য ২(দুই)টি পাঁঠা ক্রয় করতে হবে। পাঁঠা ২(দুই)টি ছাগীর প্রজনন কাজে ব্যবহৃত হবে। পাঁঠা পালনকারী খামারী পাঁঠার খাদ্যসহ অন্যান্য পরিচর্যা ব্যয় নির্বাহে CIG ও Non-CIG খামারীদের নিকট থেকে CIG এর নির্ধরিত হারে ছাগী প্রতি সার্ভিস চার্জ নিতে পারবে। তবে CIG সদস্য Non-CIG খামারী থেকে কিছু রেয়াতি সুবিধা পেতে পারে। ছাগল ও পাঁঠা পালন কার্যক্রম শুরুর অন্তত ছয় মাস পর থেকে ছাগী বাচ্চা দেয় শুরু করবে। ছাগল প্রজননের জন্য যে সকল খামারী পাঁঠা পালনে আগ্রহী হবে তাঁদের নিকট রেয়াতি মূল্যে ছাগলের পুরুষ বাচ্চা সরবরাহ করা হবে। উপ-প্রকল্পে ক্রয়কৃত সকল ছাগী ও পাঁঠার মালিকানা CIG এর নিকট থাকবে। মহিলা CIG অথবা যেসকল CIG-তে মহিলা খামারীদের সংখ্যা বেশি, বিষয়ভিত্তিক এ ক্ষেত্রে ম্যাচিং গ্র্যান্ট প্রদানে সেই সকল CIG-কে অগ্রাধিকার দেয়া হবে।

ছাগল পালনে খামারীদের দায়-দায়িত্ব ও লভ্যাংশ/মুনাফা বন্টন, ছাগী/পাঁঠা লালনপালনে CIG ও খামারীর ভূমিকা ও দায়িত্ব সম্পর্কে CIG ও নির্বাচিত খামারী এর মধ্যে ছাগী/পাঁঠা বিতরনের পূর্বে একটি চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করতে হবে (চুক্তিপত্রের নমুনা ছাগীর ক্ষেত্রে সংযুক্ত - ৩ এবং পাঁঠার ক্ষেত্রে সংযুক্ত - ৪)। এই চুক্তি পত্রে CIG এর নির্বাহী কমিটির পক্ষে সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক এবং ছাগল/পাঁঠা পালনকারী খামারী স্বাক্ষর করবেন। যদি সভাপতি বা সাধারণ সম্পাদক ছাগী/পাঁঠা পালনকারী খামারী হিসেবে নির্বাচিত হন, সে ক্ষেত্রে CIG এর সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক যিনি নির্বাচিত খামারী হবেন না তিনি CIG পক্ষে চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করবেন। যদি CIG সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক উভয়েই ছাগল/পাঁঠা পালনকারী খামারী হিসেবে নির্বাচিত

হন, সে ক্ষেত্রে CIG সভা করার মাধ্যমে CIG এর পক্ষে কোন সদস্য চুক্তি পত্রে স্বাক্ষর করবে তা নির্ধরণ করতে হবে। সকল সভার কার্যবিবরণী ও সিদ্ধান্তবলী CIG সভার কার্যবিবরণী রেজিষ্টারে যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করতে হবে।

CIG খামারী নির্বাচন পদ্ধতি :

ছাগী লালনপালনের জন্য CIG এর সকল সদস্য ২(দুই)টি করে ছাগী পাবে। তবে ছাগী প্রজননের উদ্দেশ্যে পাঁঠা লালনপালনের জন্য CIG এর ১জন অথবা ২জন সদস্য ১টি অথবা ২টি করে পাঁঠা পাবে। CIG-কে ঠিক করতে হবে কোন ১জন অথবা ২জন সদস্যকে ১(এক)টি অথবা ২(দুই)টি পাঁঠা প্রদান করা হবে। উপ-প্রকল্প প্রস্তুতের পূর্বে CIG-কে সভা করে দলগতভাবে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। সভার কার্যবিবরণী ও সিদ্ধান্তবলী অবশ্যই CIG সভার রেজিষ্টারে লিপিবদ্ধ করতে হবে। CIG একই প্রক্রিয়া অনুসরণ করে এই তহবিল ঘূর্ণায়মান রাখবে ।

নির্বাচিত খামারীর দায়িত্ব :

নির্বাচিত খামারীকে অবশ্যই চুক্তিবদ্ধ সকল শর্ত যথাযথভাবে পালন করতে হবে। তাঁকে CIG কর্তৃক ছাগী/পাঁঠা বিক্রয় করার পূর্ব পর্যন্ত তার উন্নত পরিচর্যার বিষয়টি নিশ্চিত করাসহ এতদসংক্রান্ত সকল প্রকার ব্যয় বহন করতে হবে। তাঁকে এই ছাগী/পাঁঠার চিকিৎসা ব্যয়সহ এতদসংক্রান্ত সকল প্রকার পদক্ষেপ গ্রহন করতে হবে। নির্বাচিত খামারীকে প্রাণীর নিরাপত্তা সুরক্ষায় প্রয়োজনীয় সকল প্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। খামারী যদি ছাগী/পাঁঠা লালনপালনে উন্নত ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি যথাযথভাবে প্রতিপালন করতে ব্যর্থ হয়, সে ক্ষেত্রে CIG যে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবে। খামারীকেও CIG এর উক্ত সিদ্ধান্ত অবশ্যই মেনে চলতে বাধ্য থাকতে হবে এবং CIG এর সিদ্ধান্ত ও দাবি অনুসারে যে কোন সময় ছাগী/পাঁঠা CIG এর নিকট হস্তান্তর করতে বাধ্য থাকবে। যদি এ কাজে CIG এবং ছাগী/পাঁঠা প্রতিপালনকারী খামারীর মধ্যে কোন প্রকার বিরোধ দেখা দেয় এবং নিজেরা পারস্পরিকভাবে কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে না পারে, সে ক্ষেত্রে তাঁরা ৩(তিন) দিনের মধ্যে বিষয়টি লিখিতভাবে উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তাকে জানাবে। উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা বিষয়টি অবহিত হওয়ার পর ৭(সাত) দিনের মধ্যে তদন্তপূর্বক তাঁর সিদ্ধান্ত জানাবে। CIG ও নির্বাচিত খামারী উভয়কেই উক্ত সিদ্ধান্ত অবশ্যই মেনে চলতে হবে। নির্বাচিত খামারী এই ছাগী/পাঁঠা অন্য কারো নিকট হস্তান্তর করতে পারবে না। উপরোন্ত এই ছাগী/পাঁঠার স্বাস্থ্য সম্পর্কে তাঁকে নিয়মিতভাবে নির্বাহী কমিটিকে অবহিত করাসহ একটি রেজিষ্টারে সরবারহকৃত খাদ্য ও চিকিৎসা বিষয়ে সকল তথ্য সংরক্ষণ করতে হবে।

ছাগী/পাঁঠার নির্দিষ্ট বর্ণনা (Specification) :

ছাগী/পাঁঠা অবশ্যই স্বাস্থ্যবান, সুঠাম ও রোগমুক্ত হতে হবে। CIG-কে প্রয়োজনীয় সংখ্যক ছাগী/পাঁঠা ক্রয়ে তার জাত (ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল), ছাগীর বয়স (৬ থেকে ৯) মাস ও পাঁঠা বয়স ১২ মাস ইত্যাদি বিবেচনা করে ছাগী/পাঁঠার নির্দিষ্ট বর্ণনা (Specification) ঠিক করতে হবে। CIG-কে ছাগী/পাঁঠা ক্রয়ের সময় প্রায় সমান আকার ও কম-বেশী একই মূল্য মানের প্রতি জোর দিতে হবে। ক্রয় কমিটি-কে ছাগী/পাঁঠা সংগ্রহকালে প্রাণীর বর্ণনা, মূল্য, লালনপালনকারী খামারীর নাম ও ঠিকানা, হস্তান্তরের তারিখ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্যাদি একটি রেজিষ্টারে লিপিবদ্ধ করতে হবে।

ক্রয় প্রক্রিয়া :

প্রতিযোগিতামূলক মূল্যে ছাগী/পাঁঠা ক্রয়ে সহজ ক্রয় পদ্ধতি যেমন, কোটেশন/স্পট কোটেশন ক্রয় প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হবে। সংশ্লিষ্ট সরবরাহকারী বা ব্যবসায়ী বা ডিলার কোটেশন/স্পট কোটেশন জমা দেয়ার জন্য বিবেচিত হবেন।

ক্রয় কমিটি, গ্রহণ কমিটি এবং বিক্রয় কমিটি গঠন :

AIF-2 এর বিদ্যমান মূল নির্দেশিকা অনুসরণ করে CIG-কে পৃথক ভাবে ৫ (পাঁচ) সদস্যভূক্ত একটি ক্রয় কমিটি এবং ৩ (তিন) সদস্যভূক্ত একটি গ্রহণ কমিটি গঠন করতে হবে। ক্রয় কমিটি বিক্রয় কমিটি হিসাবেও কাজ করতে পারবে। তবে CIG প্রয়োজন মনে করলে ছাগী/পাঁঠা বিক্রয়ের জন্য পৃথকভাবে অন্য একটি বিক্রয় কমিটি গঠন করতে পারবে।

ক্রয় কমিটির দায়িত্ব :

ক্রয় কমিটি ছাগী/পাঁঠার ন্যায্য মূল্য যাচাই এবং ক্রয় প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার জন্য কমপক্ষে ৩(তিন) জন সরবরাহকারী/ব্যবসায়ী/ডিলারের নিকট থেকে নির্দিষ্ট বর্ণনা (Specification) মোতাবেক ছাগী/পাঁঠা বিক্রয়ে তাঁদের একক দর (মূল্য) ও ছাগী/পাঁঠার সংখ্যা অনুযায়ী সর্বমোট মূল্য উল্লেখসহ যথানিয়মে কোটেশন/স্পট কোটেশন সংগ্রহ করবে। উক্ত কোটেশন/স্পট কোটেশন সংগ্রহ করার পর সরবরাহকারী/ ব্যবসায়ী/ডিলার কর্তৃক উদ্ধৃত দর (মূল্য) যাচাইয়ের বিষয়ে CIG নির্বাহী কমিটি উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা-কে অবহিত করবে। উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা বাজার মূল্য যাচাইয়ের মাধ্যমে উক্ত কোটেশন/স্পট কোটেশনে উদ্ধৃত দর (মূল্য) যাচাই করে দেখবে। যদি উদ্ধৃত দর (মূল্য) বাজার দরের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়, তখন উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট CIG-কে তাদের ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্য জানাবে। উদ্ধৃত দরে (মূল্যে) প্রযোজ্য ভ্যাট অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

গ্রহণ কমিটির দায়িত্ব :

ছাগী/পাঁঠা ক্রয়ের পর তা গ্রহণের পূর্বে কোটেশন/স্পট কোটেশনে উল্লিখিত ছাগী/পাঁঠা নির্দিষ্ট বর্ণনা (Specification) এর সাথে মিল আছে কিনা তা গ্রহণ কমিটি যাচাই করে দেখবে। যাচাইয়ে তথ্য সঠিক পাওয়া গেলে ৩(তিন) সদস্যের গ্রহণ কমিটি তা গ্রহণ করবে। CIG সভা করে নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক সমঝোতার মাধ্যমে ছাগী/পাঁঠা লালন-পালনের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক খামারী নির্বাচন করবে। এ কার্যক্রমে CIG প্রয়োজন বোধে লটারির মাধ্যমেও খামারী নির্বাচন করতে পারবে। গ্রহণ কমিটি ছাগী/পাঁঠা গ্রহণ করার দিনেই নির্বাচিত খামারীদের নিকট ছাগী/পাঁঠা হস্তান্তর করবে। CIG একটি পৃথক ষ্টক রেজিষ্টারে উপ-প্রকল্পে ক্রয়কৃত সকল ছাগী/পাঁঠা মজুদ যথাযথভাবে সংরক্ষণ করবে।

ছাগী/পাঁঠা বিক্রয় কমিটির দায়িত্ব :

CIG নির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক বিক্রয় কমিটি ছাগী/পাঁঠা যাতে সর্বোচ্চ দামে বিক্রি করা যায় তার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। তবে CIG নির্বাহী কমিটি ছাগী/পাঁঠা বিক্রির সময়, স্থান, এবং বিক্রয় পদ্ধতি নিধারণ করবে। স্থানীয় বাজার দরে ছাগী/পাঁঠা ক্রয়ে Non-CIG খামারী চেয়ে CIG খামারী অগ্রাধীকার পাবে।

ছাগী/পাঠা পালন ব্যবস্থাপনা :

লালন-পালনের জন্য নির্বাচিত খামারীকে ছাগী/পাঁঠা লালন-পালনে প্রয়োজনীয় সকল প্রকার উন্নত ব্যবস্থাপনা যেমন- উন্নত বাসস্থান, সুষম খাদ্য সরবরাহ, নিয়মিত টিকা প্রদান, কৃমিমুক্তকরণ, চিকিৎসায় প্রয়োজনীয় ঔষধ সরবরাহ ইত্যাদি অনুশীলনের বিষয় নিশ্চিত করতে হবে। ছাগী/পাঁঠা লালনপালনে নির্বাচিত খামারীকে সংশ্লিষ্ট উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর থেকে প্রয়োজনীয় প্রযুক্তিগত সম্প্রসারণ সহায়তা প্রদান করা হবে। ছাগী/পাঁঠার হালনাগাদ অবস্থা সর্ম্পকে লালপালনকারী খামারীকে সময় সময়ে CIG নির্বাহী কমিটিকে অবহিত করতে হবে। CIG নির্বাহী কমিটিও সময় সময়ে লালনপালনকারী খামারীর সাথে একযোগে ছাগী/পাঁঠার পরিচর্যা ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিগুলি পর্যবেক্ষণ করবে এবং ছাগী/পাঁঠা বিক্রয়কাল নির্ধারণ করবে।

বিল পরিশোধ :

CIG নির্বাহী পরিষদ বকনা ক্রয়ের পর প্রয়োজনীয় সকল কাগজপত্রসহ একটি বিল বিবরণী (Bill Statement) প্রস্তুত করে তা উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তার নিকট দাখিল করবে। উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা যাচাই বাছাই পূর্বক উক্ত বিল বিবরণীর ভিত্তিতে পরিচালক, পিআইইউ: ডিএলএস এর বরাবরে প্রয়োজনীয় অর্থ অবমুক্তির জন্য একটি অনুরোধ পত্র প্রেরণ করবেন। সেই পত্রে তাঁকে উল্লেখ করতে হবে যে, তিনি সরেজমিনে উপ-প্রকল্পটি পরিদর্শন করেছেন এবং CIG এর উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন পরিকল্পনা, AIF-2 এর মূল নির্দেশিকা এবং এ বিষয়ভিত্তিক কার্যক্রম গ্রহণের জন্য সম্পূরক নির্দেশিকা অনুসরণপূর্বক সকল ছাগী/পাঁঠা সংগ্রহ ও তা লালনপালনকারী খামারীর নিকট হস্তান্তরের কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে।

উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তার উক্ত পত্রের প্রেক্ষিতে পিআইইউ: ডিএলএস থেকে উপজেলা ব্যাংক হিসাবে প্রয়োজনীয় অর্থ ছাড় করা হবে। উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা উক্ত অর্থ Account Payee চেকের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট CIG এর ব্যাংক হিসাবে হস্তান্তর করবেন। তবে উক্ত অর্থ হস্তান্তরের পূর্বে তিনি নিশ্চিত হবেন যে, CIG কর্তৃক মোট মূল্যের (বিলের) ৩০% অর্থ সংশ্লিষ্ট সরবরাহকারীকে Account Payee চেকের মাধ্যমে পরিশোধ করা হয়েছে। উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা নিকট থেকে CIG এর ব্যাংক হিসাবে অবশিষ্ট ৭০% অর্থ হস্তান্তর করার পর CIG উক্ত ৭০% অর্থ সংশ্লিষ্ট সরবরাহকারীকে Account Payee চেকের মাধ্যমে পরিশোধ করবে। সরবরাহকারীকে মোট বিলের সমুদয় অর্থ পরিশোধের পর CIG মূল বিল/ভাউচার উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তার নিকট দাখিল করবে। CIG এর নিকট মূল বিল/ভাউচার এর সত্যায়িত ফটোকপি সংরক্ষিত থাকবে।

লভ্যাংশ বন্টন :

(ক) ছাগীর ক্ষেত্রে :

সম্পাদিত চুক্তি মোতাবেক প্রতিটি CIG সদস্য লালনপালনের জন্য ২(দুই)টি করে ছাগী পাবে। সে মোতাবেক চুক্তির নির্ধারিত সময়ের পর ছাগী ২(দুই)টি তাঁরা CIG এর এর নিকট ফেরত প্রদান করবে। সাধারণত ছাগী প্রতি ৬ মাস অন্তর বাচ্চা দেবে। তখন ছাগল প্রতিপালনকারী খামারী ছাগলের উক্ত বাচ্চার মালিক হবে এবং এক পর্যায়ে ২টি ছাগী CIG এর নিকট ফেরত প্রদান করবে। খামারী তাঁর নিকট প্রদত্ত ২(দুই)টি ছাগীর মধ্যে প্রথম ছাগীটি দ্বিতীয় বার বাচ্চা দেওয়ার ৩(তিন) মাসের মধ্যে এবং দ্বিতীয় ছাগীটি তৃতীয় বার বাচ্চা দেওয়ার ৩(তিন) মাসের মধ্যে CIG এর নিকট ফেরত প্রদান করবে।

(খ) পাঁঠার ক্ষেত্রে :

সম্পাদিত চুক্তি মোতাবেক পাঁঠা প্রজনন কাজে ব্যবহৃত হবে। পাঁঠা লালনপালনকারী খামারী এলাকার ছাগী প্রজননের কাজে উক্ত পাঁঠা ব্যবহার করবে। এ কাজে তিনি CIG ও Non-CIG উভয়ের নিকট থেকে নির্ধারিত হারে সার্ভিস চার্জ আদায় করতে পারবে। তবে CIG সদস্যগণ Non-CIG সদস্য এর চেয়ে কিছুটা রেয়াতি সুবিধা পাবে। পাঁঠা লালনপালনকারী খামারী এই সার্ভিস চার্জ দিয়ে পাঁঠার খাদ্য, চিকিৎসা ও অন্যান্য পরিচর্যার কাজে ব্যবহার করবে। পাঁঠা পালনকারী খামারী ২৪-৩০ মাস পর্যন্ত এই পাঁঠা লালনপালন ও প্রজনন কাজে ব্যবহার করার পর তা CIG এর নিকট ফেরত প্রদান করবে।

(গ) ফেরত প্রাপ্ত সকল ছাগী/পাঁঠা বিক্রয় ও লভ্যাংশ বন্টন :

CIG বিক্রয় কমিটি খামারীদের নিকট থেকে ফেরত প্রাপ্ত সকল ছাগী/পাঁঠা স্থানীয় বাজার মূল্যে বিক্রি করে দেবে। CIG এর বিনিয়োগকৃত অর্থ পুনরুদ্ধারের জন্য ছাগী/পাঁঠা বিক্রির পর সমুদয় অর্থ প্রথমে CIG এর ব্যাংক হিসাবে একই দিনে জমা করতে হবে। যদি কোন কারণে একই দিনে ব্যাংকে অর্থ জমা করা সম্ভব না হয়, তবে পরবর্তী ব্যাংক খোলার প্রথম দিনেই জমা করতে হবে। এর পর প্রাপ্ত লভ্যাংশ/মুনাফা (বিক্রয় মূল্য - ক্রয় মূল্য) দুই ভাগে বিভক্ত করতে হবে। এই বিভাজনে CIG পাবে একটি অংশ এবং ছাগী/পাঁঠা লালনপালনের জন্য খামারী পাবে একটি অংশ। উক্ত লভ্যাংশ/মুনাফা (বিক্রয় মূল্য - ক্রয় মূল্য) বিভাজনে ছাগীর ক্ষেত্রে CIG ৮০% এবং লালন-পালনকারী খামারী ২০% এবং পাঁঠার ক্ষেত্রে CIG ৩০% এবং লালন-পালনকারী খামারী ৭০% অর্থ প্রাপ্য হবে। ছাগী/পাঁঠা লালনপালনকারী খামারীর লভ্যাংশ ছাগী/পাঁঠা বিক্রয় করার ৭ (সাত) দিনের মধ্যে চেকের মাধ্যমে CIG সংশ্লিষ্ট খামারীকে সমুদয় প্রাপ্য অর্থ পরিশোধ করবে।

ছাগী/পাঁঠা হারিয়ে গেলে বা মারা গেলে করণীয় :

ছাগী/পাঁঠা হারিয়ে গেলে বা মারা গেলে খামারীকে তাৎক্ষণিকভাবে ঘটনার বিষয়টি CIG-কে অবহিত করার পাশাপাশি স্থানীয় থানায় একটি জিডি (সাধারণ ডায়েরি) দায়ের করতে হবে। তিনি বিষয়টি অবিলম্বে উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তাকেও লিখিতভাবে অবহিত করবেন। উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর থেকেও বিষয়টি তদন্ত করে দেখতে হবে। একই সঙ্গে প্রকৃত ঘটনা জানার জন্য CIG-ও ৩(তিন) সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করবে। উক্ত তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন এর প্রেক্ষিতে CIG তা পর্যালোচনা করে দায় নির্ধারণ করবে। তদন্ত কমিটির প্রতিবেদনে যদি লালনপালনকারী খামারীর কোন গাফিলতি খুঁজে পাওয়া যায়, তাহলে CIG তাঁকে উপযুক্ত শাস্তি দিতে পারবে। তার পরেও যদি কোন বিরোধ দেখা দেয় তাহলে উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তার সিদ্ধান্তই চুড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে। যদি কোন রোগের কারণে প্রাণীটির স্বাভাবিক/প্রাকৃতিক মৃত্যু ঘটে, সে ক্ষেত্রে পুলিশের নিকট অভিযোগ করার কোন প্রয়োজন হবে না। তবে এ ক্ষেত্রে মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে ভেটেরিনারি সার্জন এর নিকট থেকে একটি প্রত্যয়ন সংগ্রহ করতে হবে।

ছাগী পাঠা ক্রয় থেকে বিক্রয় শেষে ঘূর্ণায়মান কার্যক্রম প্রসঙ্গে :

এই ধরনের উপ-প্রকল্প কার্যক্রমের একটি চক্র সম্পূর্ণ করতে প্রায় ১২ থেকে ২৪ মাস সময়ের প্রয়োজন হবে। উক্ত সময়ের পর CIG তার তহবিল বৃদ্ধি ও বিষয়ভিত্তিক এই কার্যক্রম সম্প্রসারণের জন্য উপরে বর্ণিত একই পদ্ধতিতে তা বার বার চক্রাকারে গ্রহণ করবে।

অপ্রতাশিত বাধ্যবাধকতা (Force Majeure) :

অপ্রত্যাশিত বাধ্যবাধকতা যেমন, পশুর রোগ প্রাদুর্ভাব, বন্যা, প্রাকৃতিক বিপদ ও দুর্যোগ ইত্যাদি ক্ষেত্রে CIG-কে তাৎক্ষনিকভাবে সভা করে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত নিতে হবে। এই সকল অপ্রত্যাশিত বাধ্যবাধকতায় উপ-প্রকল্পে আর্থিকভাবে যে ক্ষতি হয়েছে বা হবে তা CIG এর সিদ্ধান্ত মোতবেক সকল সদস্যকে সমানভাবে ভাগা-ভাগি করে নিতে বাধ্য থাকবে।

৪. পরিবেশগত ও সামাজিক সুরক্ষা সংক্রান্ত সমস্যা :

NATP-2 প্রকল্পের সকল কার্যক্রমে ক্ষুদ্র, প্রান্তিক, নৃগোষ্ঠী/উপজাতি এবং মহিলা খামারীদের অংশগ্রহণের বিষয়ে বিশেষ নজর দেয়া হচ্ছে। প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও প্রাসঙ্গিক বিষয় লক্ষ্য রেখে প্রাণিসম্পদ বিষয়ভিত্তিক উপ-প্রকল্প প্রদান ও বাস্তবায়নেও ক্ষুদ্র, প্রান্তিক, নৃগোষ্ঠী/উপজাতি এবং মহিলা খামারীদের অগ্রাধীকার দেয়া হবে। এ ছাড়া AIF-2 এর মূল নির্দেশিকা অনুযায়ী উপ-প্রকল্প প্রস্তাবে সামাজিক সুরক্ষার বিষয় (প্যারা-১৮) অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। তদুপরি, প্রতিটি উপ-প্রকল্প প্রস্তাব করার সময় প্রস্তাবক কর্তৃক সামাজিক স্ক্রিনিং চেক-লিস্ট অনুসরণ ও অনুশীলন করতে হবে। উপরোন্ত AIF-2 এর মূল নির্দেশিকা অনুযায়ী উপ-প্রকল্প প্রস্তাব প্রেরণের সময়ে প্রস্তাবক দ্বারা পরিবেশ সংক্রান্ত সমস্যাগুলোর বিষয়ে (প্যারা-১৯) বর্ণিত হতে হবে। উপরোন্ত খামারী প্রাণী লালনপালনে প্রয়োজনীয় উন্নত সকল ব্যবস্থা, যেমন- সেড ব্যস্থাপনা, উন্নত খাদ্য সরবরাহ, গোবর ব্যস্থাপনা, বর্জ্য ব্যস্থাপনা ইত্যাদি নিশ্চিত করবে যাতে করে প্রাণিসম্পদ বিষয়ভিত্তিক ক্ষেত্র বাস্তবায়নেও ভালো পরিবেশ বজায় থাকে। CIG নির্বাহী কমিটি এ সকল বিষয় পর্যবেক্ষণ করবে। উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর থেকেও পরিবেশ ভালো রাখতে প্রাণী লালনপালনে সংশ্লিষ্ট খামারীদের প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি সহায়তা ও নির্দেশণা প্রদান করা হবে।

৫. অন্যান্য কার্যক্রম :

উপ প্রকল্প গ্রহণের জন্য অন্যান্য বিষয় যেমন, উপ-প্রকল্প গ্রহণ প্রক্রিয়া ও বাছাই পদ্ধতি (ধারা-৫), উপ-প্রকল্প অনুমোদন (ধারা-৬), অর্থছাড়ের নিয়মাবলী (ধারা-৭), আর্থিক ব্যবস্থাপনায় দায়িত্বশীল কর্মকর্তার ভূমিকা(ধারা-১০), হিসাব প্রক্রিয়া (ধারা-১১), AIF-2 এর কার্যকারিতা পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন (ধারা-১২) এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো AIF-2 এর মূল নির্দেশিকা অনুসরণে প্রযোজ্য হবে ।

সংযুক্ত - ১

নমুনা চুক্তিপত্র

দুগ্ধবতী গাভীর প্রাপ্যতা সম্প্রসারণে অধিক উৎপাদনশীল সংকর জাতের গর্ভবতী বকনা পালন ও বিপণনে CIG ও নির্বাচিত খামারী এর মধ্যে সম্পাদিত চুক্তিপত্র

CIG এর নাম ----------

ঠিকানা ----------

প্রথম পক্ষ (CIG এর পক্ষে চুক্তি সম্পাদনকারী ব্যক্তি) এর নাম----------

পদবী---------- CIG এর নাম----------

পিতা----------গ্রাম----------

উপজেলা----------জেলা----------

দ্বিতীয় পক্ষ (বকনা প্রতিপালনকারী নির্বাচিত খামারী) এর নাম----------

পিতা----------গ্রাম----------

উপজেলা----------জেলা----------

দুগ্ধবতী গাভীর প্রাপ্যতা সম্প্রসারণে অধিক উৎপাদনশীল সংকর জাতের গর্ভবতী বকনা পালন ও বিপণনে চুক্তি সম্পাদনে প্রথম পক্ষ হিসাবে "CIG এর নির্বাহী কমিটি" ও দ্বিতীয় পক্ষ হিসাবে "বকনা প্রতিপালনকারী নির্বাচিত খামারী" গণ্য হবে। প্রথম পক্ষ এবং দ্বিতীয় পক্ষ এর মধ্যে নিম্নবর্ণিত শর্ত মোতাবেক অত্র চুক্তিপত্র সম্পাদিত।

১) প্রথম পক্ষ বকনার নির্দিষ্ট বর্ণনা অনুযায়ী ক্রয়কৃত ১(এক)টি সুস্থ্য সবল সংকর জাতের বকনা লালনপালনের জন্য দ্বিতীয় পক্ষ এর নিকট হস্তান্তর করবে এবং দ্বিতীয় পক্ষ তা গ্রহণ করবে। তবে দ্বিতীয় পক্ষ এর মালিকানা দাবী করতে পারবে না, এর প্রকৃত মালিকানায় থাকবে প্রথম পক্ষ।

২) দ্বিতীয় পক্ষ গ্রহণকৃত বকনাকে প্রথমবার বাচ্চা প্রসবের নির্ধারিত তারিখের ১৫-৩০ দিন পূর্ব অথবা বাছুর প্রসবের পরবর্তী ১(এক) মাস পর্যন্ত লালনপালন করতে বাধ্য থাকবে। অতঃপর দ্বিতীয় পক্ষ প্রতিপালিত গর্ভবতী বকনা/প্রসবকৃত বাছুরসহ গাভীটি নির্ধারিত সময়ে প্রথম পক্ষ এর নিকট ফেরত প্রদানে বাধ্য থাকবে।

৩) দ্বিতীয় পক্ষের নিকট থেকে ফেরত প্রাপ্ত গর্ভবতী বকনা/বাছুরসহ গাভীটি CIG নির্বাহী কমিটি অনুমোদিত বিক্রয় কমিটির মাধ্যমে চলমান বাজার দরে বিক্রয় করবে এবং বিক্রয়লব্ধ সমূদয় টাকা প্রথমে CIG এর ব্যাংক হিসাবে জমা করবে। এর পর প্রাপ্ত লভ্যাংশ/মুনাফা-কে (বিক্রয় মূল্য - ক্রয় মূল্য) তিনটি অংশে বিভক্ত করা হবে। বকনা ক্রয়ে মূলধন বিনিয়োগের জন্য CIG অর্থাৎ প্রথম পক্ষ লভ্যাংশ/মুনাফার ৩০ শতাংশ পাবে, বকনা প্রতিপালনকারী হিসাবে নির্বাচিত খামারী অর্থাৎ দ্বিতীয় পক্ষ ৩০ শতাংশ পাবে এবং বকনার বিভিন্ন পরিচর্যা ব্যবস্থাপনার ব্যয় মিটানোর জন্য দ্বিতীয় পক্ষ আরো ৪০ শতাংশ পাবে। অর্থাৎ প্রথম পক্ষ মোট লভ্যাংশ/মুনাফার ৩০ শতাংশ এবং দ্বিতীয় পক্ষ ৭০ শতাংশ প্রাপ্য হবে।

৪) দ্বিতীয় পক্ষ এর প্রাপ্য লভ্যাংশ/মুনাফার ৭০% অর্থের সমূদয় টাকা ব্যাংক চেকের মাধ্যমে প্রথম পক্ষকে অবশ্যই গর্ভবতী বকনা/বাছুরসহ গাভী বিক্রির ৭ (সাত) দিনের মধ্যে পরিশোধ করবে।

৫) দ্বিতীয় পক্ষ গ্রহণকৃত বকনা এর উন্নত পরিচর্যা যেমন- উন্নত বাসস্থান, সুষম খাদ্য সরবরাহ, কৃত্রিম প্রজনন, নিয়মিত টিকা প্রদান, কৃমিমুক্তকরণ, চিকিৎসায় প্রয়োজনীয় ঔষধ সরবরাহ ইত্যাদি বিষয় নিশ্চিত করবে এবং পরিবহন ও বিপণন ব্যয়সহ (যদি প্রয়োজন হয়) অবশ্যই এই সংক্রান্ত সকল প্রকার ব্যয় ভার বহন করবে।

৬) দ্বিতীয় পক্ষ প্রাণীটির সার্বিক নিরাপত্তা সুরক্ষায় প্রয়োজনীয় সকল প্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। কোন কারনে দ্বিতীয় পক্ষ যদি এই বকনা লালনপালনে উন্নত ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি সঠিকভাবে গ্রহণ করতে ব্যর্থ হয়, সে ক্ষেত্রে প্রথম পক্ষ যে কোন প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবে এবং দ্বিতীয় পক্ষ উক্ত সিদ্ধান্ত মেনে চলতে বাধ্য থাকবে। উপরন্তু প্রথম পক্ষের সিদ্ধান্ত ও দাবি অনুসারে দ্বিতীয় পক্ষ যে কোন সময়ে সরবরাহকৃত বকনা (গর্ভধারণ/বাছুর প্রসব যেই অবস্থাতেই থাকুক) প্রথম পক্ষ এর নিকট হস্তান্তর করতে বাধ্য থাকবে।

৭) এই বকনার খাদ্য ও চিকিৎসা সংক্রান্ত সকল তথ্য দ্বিতীয় পক্ষ একটি রেজিষ্টারে সংরক্ষণ করবে এবং এর স্বাস্থ্য সম্পর্কে CIG নির্বাহী কমিটিকে নিয়মিতভাবে অবহিত করবে। এই সময়ে CIG নির্বাহী কমিটি বকনার পরিচর্যা ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিগুলি পর্যবেক্ষন ও পরামর্শ প্রদান করতে পারবে এবং গর্ভবতী বকনা/গাভী বিক্রয়কাল নিধারণ করবে যা দ্বিতীয় পক্ষ মেনে নিতে বাধ্য থাকবে।

৮) দ্বিতীয় পক্ষ কোন অবস্থাতেই এই বকনা অন্য কারো নিকট হস্তান্তর করতে পারবে না। তাছাড়া সংকর জাতের বকনা প্রাপ্তির প্রমাণক হিসাবে দ্বিতীয় পক্ষের সাথে সরবরাহকৃত প্রকৃত বকনার একটি ছবি তুলে এবং তা সংরক্ষণের জন্য চুক্তিপত্রের সংগে সংযুক্ত করবে।

৯) বকনা এর বিবরণী-

বকনা গরুর জাত --------

রং----------

বকনাটির স্থায়ী দাঁতের সংখ্যা---------

বকনার সনাক্তকরণ বিশেষ চিহ্ন------

আমরা (প্রথম পক্ষ ও দ্বিতীয় পক্ষ উভয়েই) কারো দ্বারা প্ররোচিত কিংবা প্রভাবিত না হয়ে স্বজ্ঞানে উপরে বর্ণিত সকল শর্ত পড়ে, বুঝে ও সম্মত হয়ে অত্র চুক্তিনামা যথাযথভাবে পালনে অঙ্গিকারাবদ্ধ হয়ে অদ্য ---------- তারিখ রোজ ----------বার অত্র চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করলাম।

দ্বিতীয় পক্ষের স্বাক্ষর	প্রথম পক্ষের স্বাক্ষর
বকনা গ্রহণকারী খামারীর স্বাক্ষর	CIG এর পক্ষে চুক্তি সম্পাদনকারীর স্বাক্ষর
নাম----------	পদবী----------
পিতার নাম----------	নাম----------
তারিখ----------	পিতার নাম----------
এন আই ডি নং ----------	তারিখ----------
মোবাইল নং ----------	এন আই ডি নং ----------
	মোবাইল নং ----------

স্বাক্ষীগণের স্বাক্ষর

১। স্বাক্ষর :

নাম----------

পিতার নাম----------

তারিখ----------

এন আই ডি নং ---------

মোবাইল নং ----------

২। স্বাক্ষর :

নাম----------

পিতার নাম----------

তারিখ----------

এন আই ডি নং ---------

মোবাইল নং ----------

সংযুক্ত - ২

নমুনা চুক্তিপত্র

জৈব মাংস উৎপাদন ও CIG খামারীদের অধিক আয় উপার্জনে সমবায়ভিত্তিক ষাঁড় হৃষ্ট-পুষ্টকরণ ও বিপণনে CIG ও নির্বাচিত খামারী এর মধ্যে সম্পাদিত চুক্তিপত্র

CIG এর নাম ----------

ঠিকানা ----------

প্রথম পক্ষ (CIG এর পক্ষে চুক্তি সম্পাদনকারী ব্যক্তি) এর নাম----------

পদবী----------CIG এর নাম----------

পিতা----------গ্রাম----------

উপজেলা----------জেলা----------

দ্বিতীয় পক্ষ (ষাঁড় প্রতিপালনকারী নির্বাচিত খামারী) এর নাম----------

পিতা----------গ্রাম----------

উপজেলা----------জেলা----------

জৈব মাংস উৎপাদন ও CIG খামারীদের অধিক আয় উপার্জনে সমবায়ভিত্তিক ষাঁড় হৃষ্ট-পুষ্টকরণ ও বিপণনে চুক্তি সম্পাদনে প্রথম পক্ষ হিসাবে "CIG এর নির্বাহী কমিটি" ও দ্বিতীয় পক্ষ হিসাবে "ষাঁড় প্রতিপালনকারী নির্বাচিত খামারী" গণ্য হবে। প্রথম পক্ষ এবং দ্বিতীয় পক্ষের মধ্যে নিম্নবর্ণিত শর্ত মোতাবেক অত্র চুক্তিপত্র সম্পাদিত।

১) প্রথম পক্ষ ষাঁড়ের নির্দিষ্ট বর্ণনা অনুযায়ী ক্রয়কৃত ১(এক)টি সুস্থ্য সবল সংকর/উন্নত দেশী জাতের ষাঁড় হৃষ্ট-পুষ্টকরণের জন্য দ্বিতীয় পক্ষ এর নিকট হস্তান্তর করবে এবং দ্বিতীয় পক্ষ তা গ্রহণ করবে। তবে দ্বিতীয় পক্ষ এর মালিকানা দাবী করতে পারবে না, এর প্রকৃত মালিকানায় থাকবে প্রথম পক্ষ।

২) দ্বিতীয় পক্ষ গ্রহণকৃত ষাঁড়টি হৃষ্ট-পুষ্ট করার জন্য ৪-৬ মাস পর্যন্ত লালন পালন করতে বাধ্য থাকবে। অতঃপর দ্বিতীয় পক্ষ হৃষ্ট-পুষ্টকৃত ষাঁড়টি নির্ধারিত সময়ে প্রথম পক্ষ এর নিকট ফেরত প্রদান করবে।

৩) দ্বিতীয় পক্ষের নিকট থেকে ফেরত প্রাপ্ত হৃষ্ট-পুষ্টকৃত ষাঁড়টি CIG নির্বাহী কমিটি অনুমোদিত বিক্রয় কমিটির মাধ্যমে চলমান বাজার দরে বিক্রয় করবে এবং বিক্রয়লব্ধ

সমূদয় টাকা প্রথমে CIG এর ব্যাংক হিসাবে জমা করবে। এর পর প্রাপ্ত লভ্যাংশ/মুনাফা-কে (বিক্রয় মূল্য - ক্রয় মূল্য) তিনটি অংশে বিভক্ত করা হবে। ষাঁড় ক্রয়ে মূলধন বিনিয়োগের জন্য CIG অর্থাৎ প্রথম পক্ষ লভ্যাংশ/মুনাফার একটি অংশ পাবে, ষাঁড় প্রতিপালনকারী হিসাবে নির্বাচিত খামারী অর্থাৎ দ্বিতীয় পক্ষ একটি অংশ পাবে এবং ষাঁড়ের বিভিন্ন পরিচর্যা ব্যবস্থাপনার ব্যয় মিটানোর জন্য দ্বিতীয় পক্ষ আরো একটি অংশ পাবে। এভাবে দ্বিতীয় পক্ষ লভ্যাংশ/মুনাফার দুইটি অংশ প্রাপ্য হবে। আর্থিক লভ্যাংশ/মুনাফা বিভাজনে বর্নিত তিনটি অংশের প্রাপ্যতার অনুপাত হবে যথাক্রমে ৩০% ঃ ৩০% ঃ ৪০%। সে হিসাবে প্রথম পক্ষ মোট লভ্যাংশ/মুনাফার ৩০% এবং দ্বিতীয় পক্ষ মোট লভ্যাংশ/মুনাফার ৭০% (ষাঁড় প্রতিপালনকারী হিসাবে খামারী ৩০% এবং ষাঁড়ের বিভিন্ন ব্যবস্থাপনার ব্যয় মিটানোর জন্য ৪০%) প্রাপ্য হবে।

৪) দ্বিতীয় পক্ষের প্রাপ্য লভ্যাংশ/মুনাফার ৭০% অর্থের সমূদয় টাকা ব্যাংক চেকের মাধ্যমে প্রথম পক্ষকে অবশ্যই ষাঁড়টি বিক্রির ৭ (সাত) দিনের মধ্যে পরিশোধ করবে।

৫) দ্বিতীয় পক্ষ গ্রহণকৃত ষাঁড় এর উন্নত পরিচর্যা যেমন- উন্নত বাসস্থান, সুষম খাদ্য সরবরাহ, নিয়মিত টিকা প্রদান, কৃমিমুক্তকরণ, চিকিৎসায় প্রয়োজনীয় ঔষধ সরবরাহ ইত্যাদি বিষয় নিশ্চিত করবে এবং অবশ্যই এই সংক্রান্ত সকল প্রকার ব্যয়সহ বিপণন করতে পরিবহন ব্যয় (যদি প্রয়োজন হয়) বহন করবে।

৬) দ্বিতীয় পক্ষ প্রাণীটির সার্বিক নিরাপত্তা সুরক্ষায় প্রয়োজনীয় সকল প্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। কোন কারনে দ্বিতীয় পক্ষ যদি এই ষাঁড় লালনপালনে উন্নত ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি সঠিকভাবে গ্রহণ করতে ব্যর্থ হয়, সে ক্ষেত্রে প্রথম পক্ষ যে কোন প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবে এবং দ্বিতীয় পক্ষ উক্ত সিদ্ধান্ত মেনে চলতে বাধ্য থাকবে। উপরন্তু প্রথম পক্ষের সিদ্ধান্ত ও দাবি অনুসারে দ্বিতীয় পক্ষ যে কোন সময়ে সরবরাহকৃত ষাঁড় (যেই অবস্থাতেই থাকুক) প্রথম পক্ষ এর নিকট হস্তান্তর করতে বাধ্য থাকবে।

৭) এই ষাঁড়ের খাদ্য ও চিকিৎসা সংক্রান্ত সকল তথ্য দ্বিতীয় পক্ষ একটি রেজিষ্টারে সংরক্ষণ করবে এবং এর স্বাস্থ্য সম্পর্কে CIG নির্বাহী কমিটিকে নিয়মিতভাবে অবহিত করবে। এই সময়ে CIG নির্বাহী কমিটি ষাঁড়ের পরিচর্যা ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিগুলি পর্যবেক্ষন ও পরামর্শ প্রদান করতে পারবে এবং হৃষ্ট-পুষ্ট ষাঁড়ের বিক্রয়কাল নির্ধারণ করবে যা দ্বিতীয় পক্ষ মেনে নিতে বাধ্য থাকবে।

৮) দ্বিতীয় পক্ষ কোন অবস্থাতেই এই ষাঁড় অন্য কারো নিকট হস্তান্তর করতে পারবে না। তাছাড়া সংকর/উন্নত দেশী জাতের ষাঁড় প্রাপ্তির প্রমাণক হিসাবে দ্বিতীয় পক্ষের সাথে সরবরাহকৃত প্রকৃত ষাঁড়ের একটি ছবি তুলে এবং তা সংরক্ষণের জন্য চুক্তিপত্রের সংগে সংযুক্ত করবে।

৯) ষাঁড়ের বিবরণী-

ষাঁড়ের জাত ----------

রং----------

ষাঁড়ের ওজন----------

ষাঁড়টি কত দাঁতের----------

ষাঁড়ের সনাক্তকরণ বিশেষ চিহ্ন------

আমরা (প্রথম পক্ষ ও দ্বিতীয় পক্ষ উভয়েই) কারো দ্বারা প্ররোচিত ও প্রভাবিত না হয়ে স্বজ্ঞানে উপরে বর্ণিত সকল শর্ত পড়ে, বুঝে ও সম্মত হয়ে অত্র চুক্তিনামা যথাযথভাবে পালনে অঙ্গিকারাবদ্ধ হয়ে অদ্য ---------- তারিখ রোজ ----------বার অত্র চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করলাম।

দ্বিতীয় পক্ষের স্বাক্ষর	প্রথম পক্ষের স্বাক্ষর
ষাঁড় গ্রহণকারী খামারীর স্বাক্ষর	CIG এর পক্ষে চুক্তি সম্পাদনকারীর স্বাক্ষর
নাম----------	পদবী----------
পিতার নাম----------	নাম----------
তারিখ----------	পিতার নাম----------
এন আই ডি নং ----------	তারিখ----------
মোবাইল নং ----------	এন আই ডি নং ----------
	মোবাইল নং ----------

স্বাক্ষীগণের স্বাক্ষর

১। স্বাক্ষর :

নাম----------

পিতার নাম----------

তারিখ----------

এন আই ডি নং ---------

মোবাইল নং ----------

২। স্বাক্ষর :

নাম----------

পিতার নাম----------

তারিখ----------

এন আই ডি নং ---------

মোবাইল নং ----------

সংযুক্ত - ৩

নমুনা চুক্তিপত্র

ছাগলের পরিকল্পিত বংশবিস্তারে উন্নত মানের/ খাঁটি জাতের পাঁঠার প্রাপ্যতা বৃদ্ধিতে ছাগী পালন ও সম্প্রসারণে CIG ও নির্বাচিত খামারী এর মধ্যে সম্পাদিত চুক্তিপত্র

CIG এর নাম ----------

ঠিকানা ----------

প্রথম পক্ষ (CIG এর পক্ষে চুক্তি সম্পাদনকারী ব্যক্তি) এর নাম----------

পদবী----------CIG এর নাম----------

পিতা----------গ্রাম----------

উপজেলা----------জেলা----------

দ্বিতীয় পক্ষ (ছাগী প্রতিপালনকারী নির্বাচিত খামারী) এর নাম----------

পিতা----------গ্রাম----------

উপজেলা----------জেলা----------

ছাগলের পরিকল্পিত বংশবিস্তারে উন্নত মানের/ খাঁটি জাতের পাঁঠার প্রাপ্যতা বৃদ্ধিতে ছাগী পালন ও সম্প্রসারণে চুক্তি সম্পাদনে প্রথম পক্ষ হিসাবে "CIG এর নির্বাহী কমিটি" ও দ্বিতীয় পক্ষ হিসাবে "ছাগী প্রতিপালনকারী নির্বাচিত খামারী" গণ্য হবে। প্রথম পক্ষ এবং দ্বিতীয় পক্ষ এর মধ্যে নিম্নবর্ণিত শর্ত মোতাবেক অত্র চুক্তিপত্র সম্পাদিত।

১) প্রথম পক্ষ ছাগীর নির্দিষ্ট বর্ণনা অনুযায়ী ক্রয়কৃত ২(দুই)টি সুস্থ্য সবল কালো ছাগী লালনপালনের জন্য দ্বিতীয় পক্ষ এর নিকট হস্তান্তর করবে এবং দ্বিতীয় পক্ষ তা গ্রহণ করবে। তবে দ্বিতীয় পক্ষ এর মালিকানা দাবী করতে পারবে না, এর প্রকৃত মালিকানায় থাকবে প্রথম পক্ষ।

২) দ্বিতীয় পক্ষ গ্রহণকৃত উক্ত ২(দুই)টি ছাগী লালনপালন করে প্রথম ছাগীটি দ্বিতীয় বার বাচ্চা দেয়ার ৩(তিন) মাস পর্যন্ত এবং দ্বিতীয় ছাগীটি তৃতীয় বার বাচ্চা দেয়ার ৩(তিন) মাস পর্যন্ত লালনপালন করতে বাধ্য থাকবে। অতঃপর প্রথম ছাগীটি দ্বিতীয় বার বাচ্চা দেয়ার ৩(তিন) মাসের মধ্যে এবং দ্বিতীয় ছাগীটি তৃতীয় বার বাচ্চা দেয়ার ৩(তিন)

মাসের মধ্যে প্রথম পক্ষের নিকট ফেরত প্রদান করবে। এ সময়ে ছাগীর উৎপাদিত সকল ছাগলের বাচ্চা প্রথম পক্ষের মালিকানাতেই থেকে যাবে। তবে CIG-এর যে সকল সদস্য ছাগল প্রজননের জন্য পাঁঠা পালন করতে আগ্রহী হবে তাঁদের নিকট পুরুষ বাচ্চা ছাগল রেয়াতি মূল্যে বিক্রয় করতে বাধ্য থাকবে।

৩) দ্বিতীয় পক্ষের নিকট থেকে ফেরত প্রাপ্ত সকল ছাগী CIG নির্বাহী কমিটি অনুমোদিত বিক্রয় কমিটির মাধ্যমে চলমান বাজার দরে বিক্রয় করবে এবং বিক্রয়লব্ধ সমূদয় টাকা প্রথমে CIG এর ব্যাংক হিসাবে জমা করবে। এর পর প্রাপ্ত লভ্যাংশ/মুনাফা-কে (বিক্রয় মূল্য - ক্রয় মূল্য) দুইটি অংশে বিভক্ত করা হবে। ছাগী ক্রয়ে মূলধন বিনিয়োগের জন্য CIG অর্থাৎ প্রথম পক্ষ লভ্যাংশ/মুনাফার একটি অংশ পাবে, ছাগী লালনপালনকারী হিসাবে নির্বাচিত খামারী অর্থাৎ দ্বিতীয় পক্ষ একটি অংশ পাবে। দ্বিতীয় পক্ষ উৎপাদিত সকল বাচ্চা ছাগলের মালিকানা হওয়ায় আর্থিক লভ্যাংশ/মুনাফা বিভাজনে বর্নিত দুইটি অংশের প্রাপ্যতার অনুপাত হবে ৮০% (প্রথম পক্ষ) ঃ ২০% (দ্বিতীয় পক্ষ)।

৪) দ্বিতীয় পক্ষের প্রাপ্য লভ্যাংশ/মুনাফার ২০% অর্থের সমূদয় টাকা ব্যাংক চেকের মাধ্যমে প্রথম পক্ষ অবশ্যই ছাগী বিক্রির ৭ (সাত) দিনের মধ্যে পরিশোধ করবে।

৫) দ্বিতীয় পক্ষ গ্রহণকৃত ছাগীর উন্নত পরিচর্যা যেমন- উন্নত বাসস্থান, সুষম খাদ্য সরবরাহ, প্রজনন, নিয়মিত টিকা প্রদান, কৃমিমুক্তকরণ, চিকিৎসায় প্রয়োজনীয় ঔষধ সরবরাহ ইত্যাদি বিষয় নিশ্চিত করবে এবং অবশ্যই এই সংক্রান্ত সকল প্রকার ব্যয়সহ বিপণন করতে পরিবহন ব্যয় (যদি প্রয়োজন হয়) বহন করবে।

৬) দ্বিতীয় পক্ষ প্রাণীটির সার্বিক নিরাপত্তা সুরক্ষায় প্রয়োজনীয় সকল প্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। কোন কারনে দ্বিতীয় পক্ষ যদি এই ছাগী লালনপালনে উন্নত ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি সঠিকভাবে গ্রহণ করতে ব্যর্থ হয়, সে ক্ষেত্রে প্রথম পক্ষ যে কোন প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবে এবং দ্বিতীয় পক্ষ উক্ত সিদ্ধান্ত মেনে চলতে বাধ্য থাকবে। উপরন্তু প্রথম পক্ষের সিদ্ধান্ত ও দাবি অনুসারে দ্বিতীয় পক্ষ যে কোন সময়ে সরবরাহকৃত ছাগী (যেই অবস্থাতেই থাকুক) প্রথম পক্ষ এর নিকট হস্তান্তর করতে বাধ্য থাকবে।

৭) এই ছাগীর খাদ্য ও চিকিৎসা সংক্রান্ত সকল তথ্য দ্বিতীয় পক্ষ একটি রেজিষ্টারে সংরক্ষণ করবে এবং এর স্বাস্থ্য সম্পর্কে CIG নির্বাহী কমিটিকে নিয়মিতভাবে অবহিত করবে। এই সময়ে CIG নির্বাহী কমিটি ছাগীর পরিচর্যা ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিগুলি পর্যবেক্ষন ও পরামর্শ প্রদান করতে পারবে এবং ছাগীর বিক্রয়কাল নির্ধারণ করবে যা দ্বিতীয় পক্ষ মেনে নিতে বাধ্য থাকবে।

৮) দ্বিতীয় পক্ষ কোন অবস্থাতেই এই ছাগী অন্য কারো নিকট হস্তান্তর করতে পারবে না। তাছাড়া সুস্থ্য সবল কালো ছাগী প্রাপ্তির প্রমাণক হিসাবে দ্বিতীয় পক্ষের সাথে

সরবরাহকৃত প্রকৃত ছাগীর একটি ছবি তুলে এবং তা সংরক্ষণের জন্য চুক্তিপত্রের সংগে সংযুক্ত করবে।

৯) ছাগীর বিবরণী-

ছাগীর জাত ----------

রং----------

ছাগীর বয়স ----------

ছাগীর সনাক্তকরণ বিশেষ চিহ্ন------

আমরা (প্রথম পক্ষ ও দ্বিতীয় পক্ষ উভয়েই) কারো দ্বারা প্ররোচিত ও প্রভাবিত না হয়ে স্বজ্ঞানে উপরে বর্ণিত সকল শর্ত পড়ে, বুঝে ও সম্মত হয়ে অত্র চুক্তিনামা যথাযথভাবে পালনে অঙ্গিকারাবদ্ধ হয়ে অদ্য -------- তারিখ রোজ ----------বার অত্র চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করলাম।

দ্বিতীয় পক্ষের স্বাক্ষর	প্রথম পক্ষের স্বাক্ষর
ছাগী গ্রহণকারী খামারীর স্বাক্ষর	CIG এর পক্ষে চুক্তি সম্পাদনকারীর স্বাক্ষর
নাম----------	পদবী----------
পিতার নাম----------	নাম----------
তারিখ----------	পিতার নাম----------
এন আই ডি নং ----------	তারিখ----------
মোবাইল নং ----------	এন আই ডি নং ----------
	মোবাইল নং ----------

স্বাক্ষীগণের স্বাক্ষর

১। স্বাক্ষর :

নাম----------

পিতার নাম----------

তারিখ----------

এন আই ডি নং ---------

মোবাইল নং ----------

২। স্বাক্ষর :

নাম----------

পিতার নাম----------

তারিখ----------

এন আই ডি নং ---------

মোবাইল নং ----------

নমুনা চুক্তিপত্র

ছাগলের পরিকল্পিত বংশবিস্তারে উন্নত মানের/ খাঁটি জাতের পাঁঠার প্রাপ্যতা বৃদ্ধিতে পাঁঠা পালন ও সম্প্রসারণে CIG ও নির্বাচিত খামারী এর মধ্যে সম্পাদিত চুক্তিপত্র

CIG এর নাম ----------

ঠিকানা ----------

প্রথম পক্ষ (CIG এর পক্ষে চুক্তি সম্পাদনকারী ব্যক্তি) এর নাম----------

পদবী----------CIG এর নাম----------

পিতা----------গ্রাম----------

উপজেলা----------জেলা----------

দ্বিতীয় পক্ষ (পাঁঠা প্রতিপালনকারী নির্বাচিত খামারী) এর নাম----------

পিতা----------গ্রাম----------

উপজেলা----------জেলা----------

ছাগলের পরিকল্পিত বংশবিস্তারে উন্নত মানের/ খাঁটি জাতের পাঁঠার প্রাপ্যতা বৃদ্ধিতে পাঁঠা পালন ও সম্প্রসারণে চুক্তি সম্পাদনে প্রথম পক্ষ হিসাবে "CIG এর নির্বাহী কমিটি" ও দ্বিতীয় পক্ষ হিসাবে "পাঁঠা প্রতিপালনকারী নির্বাচিত খামারী" গণ্য হবে। প্রথম পক্ষ এবং দ্বিতীয় পক্ষ এর মধ্যে নিম্নবর্ণিত শর্ত মোতাবেক অত্র চুক্তিপত্র সম্পাদিত।

১) প্রথম পক্ষ পাঁঠার নির্দিষ্ট বর্ণনা অনুযায়ী ক্রয়কৃত ২(দুই)টি সুস্থ্য সবল কালো পাঁঠা লালনপালনের জন্য দ্বিতীয় পক্ষ এর নিকট হস্তান্তর করবে এবং দ্বিতীয় পক্ষ তা গ্রহণ করবে। তবে দ্বিতীয় পক্ষ এর মালিকানা দাবী করতে পারবে না, এর প্রকৃত মালিকানায় থাকবে প্রথম পক্ষ।

২) দ্বিতীয় পক্ষ গ্রহনকৃত উক্ত ২(দুই)টি পাঁঠা লালনপালন করে CIG এবং Non-CIG-দের ছাগীগুলোর প্রজনন কাজে ব্যবহার করবে। দ্বিতীয় পক্ষ পাঁঠার খাদ্য, চিকিৎসা অন্যান্য পরিচর্যার ব্যয় নির্বাহে প্রতি ছাগীর প্রজনন সার্ভিস চার্জ হিসাবে CIG

খামারীদের নিকট থেকে টাকা ------ এবং Non-CIG খামারীদের নিকট থেকে টাকা------- নিতে পারবে। দ্বিতীয় পক্ষ উক্ত পাঁঠা/পাঁঠাগুলো ২৪-৩০ মাস পর্যন্ত লালনপালন ও প্রজননকাজে ব্যবহার করার পর তা CIG এর নিকট ফেরত প্রদান করতে বাধ্য থাকবো।

৩) দ্বিতীয় পক্ষের নিকট থেকে ফেরত প্রাপ্ত পাঁঠা CIG নির্বাহী কমিটি অনুমোদিত বিক্রয় কমিটির মাধ্যমে চলমান বাজার দরে বিক্রয় করবে এবং বিক্রয়লব্ধ সমূদয় টাকা প্রথমে CIG এর ব্যাংক হিসাবে জমা করবে। এর পর প্রাপ্ত লভ্যাংশ/মুনাফা-কে (বিক্রয় মূল্য - ক্রয় মূল্য) দুইটি অংশে বিভক্ত করা হবে। পাঁঠা ক্রয়ে মূলধন বিনিয়োগের জন্য CIG অর্থাৎ প্রথম পক্ষ লভ্যাংশ/মুনাফার একটি অংশ পাবে, পাঁঠা লালনপালনকারী হিসাবে নির্বাচিত খামারী অর্থাৎ দ্বিতীয় পক্ষ একটি অংশ পাবে। আর্থিক লভ্যাংশ/মুনাফা বিভাজনে বর্নিত দুইটি অংশের প্রাপ্যতার অনুপাত হবে ৩০% (প্রথম পক্ষ) ঃ ৭০% (দ্বিতীয় পক্ষ)।

৪) দ্বিতীয় পক্ষের প্রাপ্য লভ্যাংশ/মুনাফার ৭০% অর্থের সমূদয় টাকা ব্যাংক চেকের মাধ্যমে প্রথম পক্ষ অবশ্যই ছাগী বিক্রির ৭ (সাত) দিনের মধ্যে পরিশোধ করবে।

৫) দ্বিতীয় পক্ষ গ্রহণকৃত পাঁঠার উন্নত পরিচর্যা যেমন- উন্নত বাসস্থান, সুষম খাদ্য সরবরাহ, নিয়মিত টিকা প্রদান, কৃমিমুক্তকরণ, চিকিৎসায় প্রয়োজনীয় ঔষধ সরবরাহ ইত্যাদি বিষয় নিশ্চিত করবে এবং অবশ্যই এই সংক্রান্ত সকল প্রকার ব্যয়সহ বিপণন করতে পরিবহন ব্যয় (যদি প্রয়োজন হয়) বহন করবে।

৬) দ্বিতীয় পক্ষ প্রাণীটির সার্বিক নিরাপত্তা সুরক্ষায় প্রয়োজনীয় সকল প্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। কোন কারনে দ্বিতীয় পক্ষ যদি এই পাঁঠা লালনপালনে উন্নত ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি সঠিকভাবে গ্রহণ করতে ব্যর্থ হয়, সে ক্ষেত্রে প্রথম পক্ষ যে কোন প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবে এবং দ্বিতীয় পক্ষ উক্ত সিদ্ধান্ত মেনে চলতে বাধ্য থাকবে। উপরন্তু প্রথম পক্ষের সিদ্ধান্ত ও দাবি অনুসারে দ্বিতীয় পক্ষ যে কোন সময়ে সরবরাহকৃত পাঁঠা প্রথম পক্ষ এর নিকট হস্তান্তর করতে বাধ্য থাকবে।

৭) এই পাঁঠার খাদ্য ও চিকিৎসা সংক্রান্ত সকল তথ্য দ্বিতীয় পক্ষ একটি রেজিষ্টারে সংরক্ষণ করবে এবং এর স্বাস্থ্য সম্পর্কে CIG নির্বাহী কমিটিকে নিয়মিতভাবে অবহিত করবে। এই সময়ে CIG নির্বাহী কমিটি পাঁঠার পরিচর্যা ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিগুলি পর্যবেক্ষন ও পরামর্শ প্রদান করতে পারবে এবং পাঁঠার বিক্রয়কাল নিধারণ করবে যা দ্বিতীয় পক্ষ মেনে নিতে বাধ্য থাকবে।

৮) দ্বিতীয় পক্ষ কোন অবস্থাতেই এই পাঁঠা অন্য কারো নিকট হস্তান্তর করতে পারবে না। তাছাড়া সুস্থ্য সবল কালো পাঁঠা প্রাপ্তির প্রমানক হিসাবে দ্বিতীয় পক্ষের সাথে

সরবরাহকৃত প্রকৃত পাঁঠার একটি ছবি তুলে এবং তা সংরক্ষণের জন্য চুক্তিপত্রের সংগে সংযুক্ত করবে।

৯) পাঁঠার বিবরণী-

পাঁঠার জাত ----------

রং----------

পাঁঠার বয়স ----------

পাঁঠার সনাক্তকরণ বিশেষ চিহ্ন------

আমরা (প্রথম পক্ষ ও দ্বিতীয় পক্ষ উভয়েই) কারো দ্বারা প্ররোচিত ও প্রভাবিত না হয়ে স্বজ্ঞানে উপরে বর্ণিত সকল শর্ত পড়ে, বুঝে ও সম্মত হয়ে অত্র চুক্তিনামা যথাযথভাবে পালনে অঙ্গিকারাবদ্ধ হয়ে অদ্য ------ তারিখ রোজ ----------বার অত্র চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করলাম।

দ্বিতীয় পক্ষের স্বাক্ষর	প্রথম পক্ষের স্বাক্ষর
পাঁঠা গ্রহণকারী খামারীর স্বাক্ষর	CIG এর পক্ষে চুক্তি সম্পাদনকারীর স্বাক্ষর
নাম----------	পদবী----------
পিতার নাম----------	নাম----------
তারিখ----------	পিতার নাম----------
এন আই ডি নং ----------	তারিখ----------
মোবাইল নং ----------	এন আই ডি নং ----------
	মোবাইল নং ----------

স্বাক্ষীগণের স্বাক্ষর

১। স্বাক্ষর :

নাম----------

পিতার নাম----------

তারিখ----------

এন আই ডি নং ---------

মোবাইল নং ----------

২। স্বাক্ষর :

নাম----------

পিতার নাম----------

তারিখ----------

এন আই ডি নং ---------

মোবাইল নং ----------